নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৫ ফাল্গুন – ২১ ফাল্গুন, ১৪৩২ ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি – ০৬ মার্চ, ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 18, 28 February - 06 March 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন দেশের

উপর চড়া আমদানি শুল্ক চাপাবার অধিকারকেই বেআইনি বলে খারিজ করে দিল আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট। বিচারক জানিয়েছেন, এই এক্তিয়ার রয়েছে মার্কিন কংগ্রেসের।

রবিবার : পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে রাজ্যের

ডিজিকে সতর্ক করেছিল সুপ্রীম কোর্ট। ঠিক তার পরেই জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে ভোট ঘোষণার আগেই ১ মার্চ থেকে রাজ্যে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর ঘোষণা করলো কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

সোমবার : এর আগে নিউ আলিপুরে তোলাবাজ ট্রাফিক

পুলিশকে ট্রাকের উপর চড়াও হতে দেখা গিয়েছে। শাস্তিও নাকি হয়েছিল। এবার ট্রাফিক পুলিশ সেজে এক স্কুটার চালককে ভয় দেখিয়ে গয়না ছিনতাই করতে হাওড়ার জগাছায় দেখা গেল এক দুষ্কৃতিকে।

মঙ্গলবার : ভারতে এই প্রথম সন্ত্রাস বিরোধী নীতিপত্র প্রকাশ করল

কেন্দ্রীয় সরকার। নীতিপত্রে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে জল, স্থল, আকাশ তিন পথেই ভারতে জঙ্গী হামলা হওয়ায় সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সব দিকেই প্রস্তুত রয়েছে দেশ।

বুধবার : কেরল সরকারের ২০২৩ সালের প্রস্তাব মেনে

রাজ্যের নাম বদলে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। কয়েকটি নিয়মের ধাপ পেরোলেই কেরল হয়ে যাবে কেরলম। উল্লেখ্য এখনও পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের প্রস্তাব আটকে রয়েছে কেন্দ্রে।

বৃহস্পতিবার: প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ইসরায়েলের

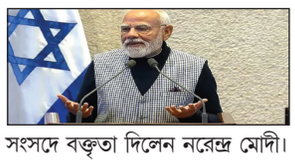

সংসদে বক্তৃতা দিলেন নরেন্দ্র মোদী। গাজার হামলাকে তুলনা করলেন মুম্বাই হামলার সঙ্গে। বললেন সিন্ধু ও জর্ডন দুই প্রাচীন সভ্যতার সম্পর্কের কথা। নেতানিয়াহু বন্ধু মোদিকে বললেন ভাইয়ের মত।

শুক্রবার: পশ্চিমবঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার প্রথম ক্ষেপ

বেরোতে চলেছে ২৮ ফেব্রুয়ারি। তবে এর সঙ্গে যাদের নাম বাদ পড়তে চলেছে বা যাদের নাম অনিশ্চয়তার তালিকায় তাদেরও তালিকা প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। প্রত্যেক নামের পাশে লেখা থাকবে বাদ যাওয়া এবং অনিশ্চয়তার কারণ।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভোটসর্বস্ব রাজনীতির বলি হচ্ছে বঙ্গবাসী

শক্তি ধর

২০২৩-এর ১৫ জুলাই 'গণতন্ত্রের অশ্রুপাত' সিরিজের প্রথম কিস্তিতে 'গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল' শিরোনামে লিখেছিলাম ভোটার তালিকা পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা। ২০২৫-এর ২৪ জুন বিহারে শুরু হয়েছিল স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন। আর ২৫ নভেম্বর এসআইআর শুরু হল পশ্চিমবঙ্গে। ভালো লেগেছিল এই ভেবে যে, বহুদিন বাদে ভাবনাটা স্বীকৃতি পেয়েছে এবং একটা স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট পেতে চলেছে এই রাজ্য। তবে তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এবারের এসআইআর এমন বাংলাঘাতী হয়ে উঠতে চলেছে। একটি আপাত নিরীহ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া যত এগুলো শাসক-বিরোধী বৈরিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে জানে, মানে, প্রাণে নিঃস্ব হতে থাকলো বাঙালি। ভয়ে, আতঙ্কে প্রাণ গেল কিছু বঙ্গবাসীর, মুখোশ খুলে কদর্য রূপ বেরিয়ে এল কিছু রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর, প্রকাশ হয়ে পড়ল জনগণের টাকায় পোষা আমলাদের জনবিরোধী চেহারা, নির্বাচন কমিশনের সময় মত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা, সুপ্রীম কোর্টের রায়ে কলঙ্কিত হল এ রাজ্যের প্রশাসন। সত্যি আরও যত দিন যাচ্ছে ততই আশঙ্কা বাড়ছে, এখনও বাংলার যতটুকু অবশিষ্ট আছে সেটাও না হারিয়ে যায় এসআইআর শেষ হওয়ার আগে।

বাংলা এতকিছু হারিয়েছে, প্রাণ যাচ্ছে, রক্ত ঝরছে, সম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছে অথচ বাংলার রাজনীতিকদের দেখুন, তাঁরা তাঁদের

ভোট অ্যাজেন্ডা নিয়েই মশগুল। ভেঙে পড়া রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, অর্থনীতি, আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কোনো হেলদোল নেই। দেশে এত বড় বড় বাণিজ্য চুক্তি হচ্ছে, তার কোনো সুফল এ রাজ্য পাবে কিনা তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। পশ্চিমবঙ্গ এখন পুরোপুরি ভোটসর্বস্ব রাজনীতির শিকার।

হবে নাই বা কেন। এই রাজ্য তো সেই দেশেরই অঙ্গরাজ্য ভোট যেখানে কোনো বাধা মানে না। এখানে ভোটের জন্য পরীক্ষার সময়সূচি পাল্টে যায়, তড়িঘড়ি করে লোকসভা, বিধানসভার অধিবেশন করে নেওয়া যায়, ঋতুর হিসাব নিজেদের মত করে সাজানো যায়। মনে আছে! কোভিডকালে যখন সবকিছু বন্ধ, চিকিৎসকরা সকলকে ঘরে থাকতে বলছেন, প্রধানমন্ত্রী ঘরে বসে কখনও থালা, শঙ্খ বাজাতে, প্রদীপ জ্বালাতে বলছেন তখন ভোট হতে কিন্তু কোনো বাধা হয়নি। মুখে মাস্ক পরিয়ে, শরীরে সানেটাইজার লাগিয়ে রাজনীতিকরা ভোটটা ঠিক করিয়ে নিয়েছেন। ভোটের জন্য স্কুল-কলেজের পড়াশুনো, সরকারি অফিসের কাজ বন্ধ হতে পারে কিন্তু কোনো কিছুর জন্য ভোট বন্ধ হতে পারে না।

এবার এসআইআর-এর কল্যাণে এই ভোট সর্বস্বতায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে পশ্চিমবঙ্গ। বাংলায় বিচার ব্যবস্থা লাটে তুলে বিচারকদের নামতে হয়েছে ভোটার তালিকা তৈরিতে। কত জন বিনা বিচারে জেলে দিন কাটাচ্ছে, কত মামলা দিন পড়ে পড়ে লাট খাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

এরপর দুয়ের পাতায়

শঙ্কা বাড়াচ্ছে বাদের সংখ্যা

কুনাল মালিক

নানা টালবাহানার পর কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এসআইআর পর্বের পর ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এখনও 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র জেরে আরো প্রায় ৮০ লক্ষ ভোটারের নাম নিয়ে

ঝাড়াই-বাছাই চলছে যেটা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্ট একটি বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া তৈরি করে দিয়েছে। অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর পর্বের পর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হলেও পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪ টি আসনের জন্য এক একজন বিচারককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখনও যে সমস্ত নাম সংযোজন হয়নি বা যেগুলো বাদ যাবে সে সম্পর্কে ঝাড়াই-বাছাই করার জন্য। ইতিমধ্যেই ৫৩২ জন বিচারকের নাম ঠিক হয়েছে, জানা যাচ্ছে প্রায় ২০০০ বিচারক লাগবে। তাই ঝাড়খণ্ড অসম এবং উড়িষ্যা থেকে বিচারকরা আসছেন এসআইআর পর্ব শেষ করার জন্য। ২৮ ফেব্রুয়ারি যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে সেটা ধরেই আগামী বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে নমিনেশনের আগের দিন পর্যন্ত যে ঝাড়াই-বাছাই পর্ব চলবে যদি কারো নাম সংযোজনের বিষয় থাকে তা সংযোজন করা যাবে। তবে বিভিন্ন মহল সূত্রে যা খবর আসছে ২৮ ফেব্রুয়ারি যে তালিকা প্রকাশ হতে চলেছে তাতে ১ কোটিরও বেশি নাম বাদ পড়তে পারে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি স্বয়ং সম্প্রতি ভবানীপুরের একটি সভা থেকে বলেছেন বা আশঙ্কা করেছেন ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে পড়তে চলেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

এ ব্যাথা কি যে ব্যাথা...

ওঙ্কার মিত্র

'এ ব্যাথা কি যে ব্যাথা বোঝে কি আনজনে/সজনী আমি বুঝি মরেছি মনে মনে'। জনপ্রিয় বাংলা ছবি 'ধন্যি মেয়ে'-র একটি গানের এই কলি এই ফাগুনে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন তথা নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মীদের মনের কথা। সত্যি, আজকে তাদের যা অবস্থা তা অন্যজনের বোঝার মত নয়। যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তারা কিভাবে মনে মনে মরছে সে প্রমাণ দিল পশ্চিমবঙ্গে চলা এবারের এসআইআর।

যেদিন থেকে পৃথিবীতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই ঘুষ, কাজে ঢিলেমি, সময় মত হাজিরা না দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগে জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সরকারি কর্মীরা। তাই বিরোধী রাজনীতির অনেকটা জুড়ে থাকে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও সরকারি কর্মীদের গাফিলতি। কিন্তু প্রকৃত সত্যটা কখনই প্রকাশ পায় না কারণ বিরোধীরা শাসক হলেই বদলে যায় তাদের মনোভাব। তখন এই কর্মীরাই তাদের সরকারের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সর্বত্র একই চিত্র।

ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে ব্রিটিশের রাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে বটে কিন্তু প্রশাসন যন্ত্রের কোনো পরিবর্তন আজও হয়নি। কিছু পদ পরিবর্তন হয়েছে, বিদেশী মুখের বদলে দেশী মুখ এসেছে কিন্তু আইন-কানুন, মনোভাব একই থেকে গিয়েছে। নবাব-বাদশা, রাজা-উজির, জোতদার-জমিদারদের সেরেস্তায় প্রজাদের যে হয়রানি হত ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের গভর্নমেন্ট অফিস ঘুরে গণতন্ত্রের সরকারি কার্য্যালয়ে তা আজও চলছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ব্রিটিশ ভবন ছেড়ে সেবাতীর্থে তাঁর কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করেছেন, মন্ত্রীদের ব্রিটিশ আমলের অফিস ছেড়ে কর্তব্য ভবনে বসিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে দেশ, রাজ্য, জেলা, ব্লক, পঞ্চায়েত স্তরের কার্য্যালয়গুলিতে মোটেই সেবা বা কর্তব্যের ছিটেফোটাও দেখা যায় না। ফলে প্রশাসনের একাংশের মধ্যে আজও বহাল তবিয়তে বাস করছে ঘুষ, হয়রানি, সময়ানুবর্তিতা ও নিরপেক্ষতার অভাব।

এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি যে বদনাম ঘাড়ে নিয়ে এই কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সরকারি কর্মীরাই অক্লান্ত পরিশ্রমে সামলে দেন জরুরী পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, মেলা, খেলা থেকে নির্বাচনের মত বড় বড় ইভেন্ট।

এরপর দুয়ের পাতায়

মতুয়া মেলায় ঐক্য অর্থের, মনের মিলন নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘ বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ বিজেপির কেন্দ্রিয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, দ্বিতীয় ভাগ তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর এবং তৃতীয় ভাগ বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের অধীনে। ঠাকুরবাড়িতে শুরু হতে চলেছে মতুয়া মহাধর্মমেলা। এই উপলক্ষ্যে এবার ঠাকুরবাড়ির তিন মতুয়া মহসঙ্ঘ ধুমধাম করে একত্রে নিশান উদ্বোধন করে। মঙ্গলবার তিন গোষ্ঠী বৈঠক করে যৌথভাবে মেলা পরিচালন কমিটি তৈরী করে।

রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদকে কেন্দ্র করে উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরবাড়িতে বিভাজন অনেকদিন ধরেই ছিল। সাম্প্রতিক এস আই আরকে ঘিরে একেবারে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যায় শান্তনু ঠাকুর ও মমতাবালা ঠাকুরপন্থীরা।

আগামী ১৭ মার্চ, মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে ঠাকুরনগর এ প্রসঙ্গে, মমতাবালা ঠাকুরপন্থী মতুয়া মহাসঙ্ঘের সম্পাদক ড. সুকেশ চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটাতো হওয়া উচিত। তিনটি সংগঠনকে নিয়েই একসঙ্গে সকলকে নিয়েই মেলা হবে। তবে এটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত মেলবন্ধন নয়। রাজনীতি রাজনীতির মতনই চলবে। যার যার সংগঠন তার তার মত করেই চলবে। শুধু মেলায় যেহেতু লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে, সেখানে যাতে কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট না তৈরি হয় এবং মেলাটা শান্তিপূর্ণ হয়, সেই কারণে সকলে মিলেমিশে মেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামীদিনেও ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো যাতে একত্রে মিলেমিশে হতে পারে, সেইরকম চিন্তাভাবনাও রয়েছে। তাতে কি আসে যায়। মতুয়াদের উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মযজ্ঞ তা তিনটে সংগঠনই মিলেমিশে করুক, এটাই লক্ষ্য।'

অন্যদিকে, শান্তনু ঠাকুরপন্থী মতুয়া মহাসঙ্ঘের সহ সভাপতি তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বারুণী মেলায় সাধারণত: কোনও শীর্ষ নেতারা আসেন না। ওরা আসেন রাস উৎসবের সময়। এখন যে তিনটি গ্রুপ এক হল, এটা কেবলমাত্র মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে। এই মেলা সাতদিন হয়।

এরপর দুয়ের পাতায়

শিলিগুড়িতে পিএইচই ঠিকাদারদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা পিএইচই কন্টাক্টরস অ্যাসোসিয়েশন (সিভিল) জলজীবন মিশন প্রকল্পে তাদের বকেয়া পাওনার দাবিতে শিলিগুড়ি পিএইচই-র অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচি করে। উক্ত কন্টাকটারদের অভিযোগ বিগত প্রায় ১৮ মাস ধরে তারা তাদের বকেয়ার কোনও টাকা পাচ্ছেন না এই জন্যই রাজ্যজুড়ে ঠিকাদাররা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। শিলিগুড়ি পিএইচই-র কন্ট্রাক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপ বসু বলেন, রাজ্যজুড়ে আমাদের এই আন্দোলন চলছে। জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর আমাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়াছেন কিন্তু কোন অর্থ প্রদান করছেন না। আগামী দিনে বকেয়া টাকা না পেলে কলকাতার রাস্তায় বসতে আমরা বাধ্য হব আমাদের পাওনার জন্য।

তালিকা প্রকাশের পর জেলায় অশান্তির আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এসআইআর পর্বের প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নজরে আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। প্রথমদিকে, এই জেলার ৫টি মহাকুমায় যে খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার আগে যে নথি জমা পড়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল অধিকাংশ বুথেই কোন ভোটারেরই মৃত্যু হয়নি। অর্থাৎ গত ২০২৪ সালে যে ভোটার সংখ্যা ছিল এবারও সেই একই সংখ্যা এসেছিল। এমনকি কাকদ্বীপ মহাকুমায় বাংলাদেশি ভোটারেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়াও বারুইপুর মহাকুমার ভাঙ্গর, ক্যানিং, মহাকুমার ক্যানিং পূর্ব, এই জেলার মেটিয়াবুরুজ বিভিন্ন বিধানসভায় যে সমস্ত নথি পাওয়া গিয়েছিল সেখানে নানা ধরনের অসংগতি ছিল। দেখা গিয়েছিল যে ১ জন ভোটার তার ৮-৯টি ছেলে আছে যাদের জন্ম ব্যবধান মাত্র ১ বছর থেকে ৬ মাস। এই সমস্ত অসংগতির কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে ভৎর্সনাও সহ্য করতে হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে।

দঃ ২৪ পরগনা

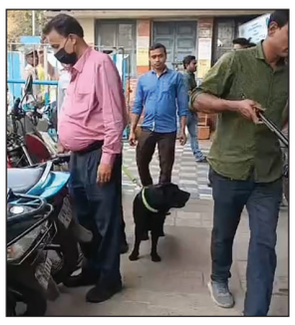

এমনকি বেশকিছু ইআরও এবং এ ই আর ও-দের আচরণও ছিল সন্দেহজনক। পরবর্তী সময়ে কিছু সংশোধন করা হয়েছে। যদিও আশঙ্কা করা হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৫টি মহাকুমার ৩১ টি বিধানসভায় বেশ কয়েক লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে। কারণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় গত ১৫ বছরে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে ভোটারের সংখ্যা, যা অস্বাভাবিক। অনেকেরই ধারণা বাংলাদেশি অনেক মানুষ উপকূলবর্তী জেলার বিভিন্ন বিধানসভায় ঢুকে শাসকদলের মদতে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এসআইআর পর্বে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন যে সমস্ত নথি নথিভূক্ত করতে বলেছেন ভোটার লিস্টে নাম সংযোজন এর জন্য সেক্ষেত্রে অনেকেই ওই সমস্ত নথি জমা করতে পারছে না। শাসকদলের মদতে অনেকের ডোমিশিয়াল সার্টিফিকেট দিলেও সেখানও যথেষ্ট কারচুপির সন্ধান পাওয়া গেছে বলেই খবর। সূত্রের খবর যদি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১ টি বিধানসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ পড়ে তাহলে সেই ইস্যুতে বিভিন্ন এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা করছে প্রশাসন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩ টি পুলিশ জেলায় ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। বারুইপুর পুলিশ জেলায় ৬ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ৫ কোম্পানি এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতি কত, চর্চা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা

ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু (আবহাওয়া) পরিবর্তনের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব, বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ও তার মোকাবিলা নিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ইউনিসেফ (ইউনাইটেড নেশনস্ ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন'স ইমার্জেন্সি ফান্ড) ও কলকাতা পৌরসংস্থার যৌথ উদ্যোগে এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনা চক্রে ইউনিসেফের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের প্রধান ড. মনজুর হোসেন বলেন, জলবায়ু বা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে শিশু ও মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে। ইউনিসেফ শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করে চলেছে। এ ব্যাপারে ইউনিসেফ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যে সমস্যাগুলি তৈরি হয় তা নিরসনে যে অর্থের প্রয়োজন সেই ব্যয় ভার ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই বহন করতে হবে বলে ড. মনজুর হোসেন জানান। ড. মনজুর হোসেন আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গুরুত্ব সহকারে কাজ করছে। পাশাপাশি কলকাতা পৌরসংস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ন্ত্রণে রাখতে 'ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ইউনিসেফ যথাযথভাবে কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা ইউনিসেফের নীতি নির্দেশিকা মেনে, সমন্বয় রেখে কাজ করছে। আলোচনা চক্রে কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রণিতা সেনগুপ্ত বলেন, বিশ্বের অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরের তুলনায় শহর কলকাতা অত্যন্ত উষ্ণ শহর, যা ৭ দশক ধরে দেখা যাচ্ছে। ফলে শহরের শিশুদের মধ্যে স্বাস্থ্যের সমস্যা তৈরি হচ্ছে। দূষণজনিত কারণে বহু শিশু শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যার স্বীকার হচ্ছে, যা সাম্প্রতিক এক সমীক্ষার তথ্য

থেকে উঠে আসে। আলোচনা চক্রে অন্যদের মধ্যে কলকাতার প্রাক্তন শেরিফ ডা. দুলাল বসু, পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত বসু, কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. তপন কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এদিন বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা চক্রের শেষে ড. মনজুর হোসেন আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি এটা সবাইকে প্রভাবিত করে এবং বিশেষত মহিলারা সবচেয়ে বেশি করে প্রভাবিত হয়। কারণ তারা ভার্লালেবেল সেকশনের মধ্যে পড়ে। তবে আমরা শিশুদের নিয়ে কাজ করি। আমরা চাইছি যে সরকার যেখানে যে কাজটি করছে, সেটা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন যেখানে যে ধরণের কাজটি করছে, প্রত্যেকটি কাজের ভিতরে ক্লাইমেট সেনসিটি হয়। এবং সেটার জন্য আমাদেরকে কারিগরি সহায়তা দেওয়া, প্রশিক্ষিত করা, সচেতনতা তৈরি করা, কিভাবে সবার মধ্যে এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই বিষয়গুলো প্রত্যেকটা বিভাগে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, শৌচকার্য, শিশু-মহিলা সব কিছুর মধ্যে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাইছি। শিশুরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। এদের শরীরের ক্ষমতা একরকম। এদের ইমিউনিটি একরকম। তাই শিশুকেন্দ্রিক কীভাবে করা যায়। এছাড়াও সরকারের যত নীতিনির্ধারণ, কর্মকৌশল আছে এই গুলিতে আমরা গবেষণার মধ্যে আনবো। পরে সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করা এবং সরকার এটার জন্য অর্থবরাদ্দ করা। এটাতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই অগ্রাধিকার দিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থা একটা ক্লাইমেট অ্যাকসন প্ল্যান তৈরি করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে কলকাতার বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের অবনতি মোকাবিলায় এবার কাজ করবে কলকাতা পৌরসংস্থার 'ক্লাইমেট চেঞ্জেস্ কমিটি'।

এরপর দুয়ের পাতায়

সীমান্তে শিহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টা ২২ মিনিট নাগাদ ৫২ সেকেন্ড ধরে কেঁপে উঠল কলকাতা সহ সংলগ্ন এলাকার ভূমি। শহর জুড়ে আতঙ্ক তৈরি করে এই কম্পন। বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে মানুষজন। প্রাথমিক খবরে জানা গিয়েছে, রিখটার স্কেলে ৪.৯ মাত্রার এই কম্পনের উৎসস্থল উত্তর ২৪ পরগনার টাকি সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা। সীমান্ত লাগোয়া হাসনাবাদ থানার বাওকাঠি গ্রামের বাসিন্দা অমিত গায়েন জানান, 'তিনি ও তার বাবা এই অঞ্চলে এত বড় ভূমিকম্প আগে কখনো দেখেননি। তাদের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে, পাশের বাড়ির পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। এমনকি কাঁপুনিতে তার টোটোর মিউজিক অ্যালার্ম বেজে উঠেছে। পুকুরের জলে দেখা দিয়েছে ঢেউ।' সকলেই আরও কম্পন হবে কিনা সেই আতঙ্কে ভুগছেন। জানা গিয়েছে,

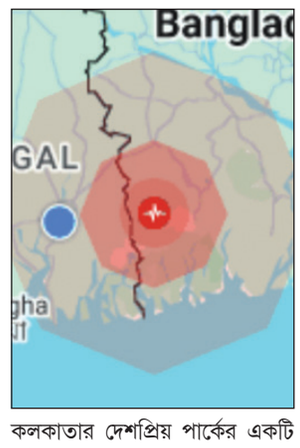

কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের একটি বুটিকের দোকানের দেওয়ালে কম্পনের ফলে ফাটল ধরেছে। মার্কিন ভূকম্প পর্যবেক্ষণকারীর সংস্থা মতে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৩। ভারতের ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানকেন্দ্র জানিয়েছে, কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৫ ও কেন্দ্রস্থল ছিল মাটি থেকে ৯.৮ কিমি গভীরে।

এরপর দুয়ের পাতায়

অর্থনীতি

আইটি আবারও নীচের দিকে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

বর্তমানে ভারতীয় শেয়ার বাজার একটি স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গত কয়েকদিনে আইটি খাতের দুর্বলতা এবং বিশ্ববাজারের

অস্থিরতার কারণে নিফটি-তে কিছুটা বিক্রির চাপ দেখা গেছে। তবে ব্যাংকিং খাত বাজারকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। নিফটি সাপোর্ট ২৫,৩৫০–২৫,৪০০ যদি নিফটি ২৫,৩৫০–এর নিচে চলে যায়, তবে এটি ২৫,২০০ (২০০-দিনের ইএমএ) পর্যন্ত নামতে পারে। রেজিস্ট্যান্স ২৫,৭০০–২৫,৮০০। বাজারের নতুন করে তেজি ভাব আসতে হলে ২৫,৮০০–এর উপরে টেকসই হওয়া জরুরি।

ফেব্রুয়ারি মাসে নিফটি ১০০ এবং নিফটি ৫০০ ইনডেক্সে বেশ কিছু বড় পরিবর্তন (যেমন Tata Motors এবং HDFC AMC-এর অন্তর্ভুক্তি) হওয়ার কথা, যা নির্দিষ্ট কিছু স্টকে মুভমেন্ট আনতে পারে।

বাজার যদি কোনো কারণে ২৫,৭০০–এর দিকে বাউন্স করে, তবে সেখানে প্রফিট বুক করার কথা ভাবা যেতে পারে।

কি যে ব্যাথা...

প্রথম পাতার পর

তাঁরাই জনগণের পাশে থেকে তাঁদের আপৎকালীন সময়ে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিছু প্রশ্ন হয়তো ওঠে কিন্তু তা কখনোই সরকারি কর্মী–অফিসারদের প্রধান্যকে খাটো করতে পারে না। দুঃখের হলেও সত্যি এবার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন এই না পারাটাই করে দেখালো রাজনীতির কাছে নিজেদের মাথা বিকিয়ে দিয়ে। সংবিধানে দেওয়া তাঁদের কাজের অধিকার 'কমপ্লিট জাস্টিস' দিতে ১৪২ ধারা মতে কেড়ে নিতে বাধ্য হল সুপ্রীম কোর্ট। কোনও সন্দেহ নেই যে এর জন্য দায়ী প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা হারানো ও শাসক দলের দলদাসে পরিণত হওয়া। যারা নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন তারা জানেন এসআইআর হোক বা এসআর সবেতেই ভোটার তালিকার পরিমার্জন, পরিশোধন সব কাজই সরকারি কর্মীরা করেন সাংবিধানিক অধিকারে। সংবিধান তাঁদের এই ক্ষমতা দিয়েছে কারণ সার্ভিস রুল অনুযায়ী এঁরা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বাধ্য। এই জন্যই আধা বা অসরকারি কর্মীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারলেও এই সার্ভিস রুল অনুযায়ী খাঁটি সরকারি কর্মীরা তা পারেন না। আর পারে না বলেই তাঁদের সই সর্বত্র নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। অথচ এবারে এসআইআর করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন তার কর্মীদের গায়ে যে দলদাস, অকর্মণ্যতা ও নিরপেক্ষহীনতার দাগ লাগালো তা কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে রইল প্রশাসনিক বিকৃতির ইতিহাসে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে, যেসব কর্মী ও অফিসাররা এই কলঙ্কের ভাগিদার নয়, যারা নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চায় পরিস্থিতির শিকার হতে হল তাঁদেরও।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে, অন্যান্য রাজ্যের প্রশাসন যে কাজ সুষ্ঠভাবে করে দেখালো এ রাজ্যের আমলারা সেই কাজ করতে ব্যর্থ হলেন কেন? কেন তাঁরা নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন না করে একদিকে হেলে পড়লেন? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে পশ্চিমবঙ্গের আমলারা বর্তমান সরকারকে যে কোনো মূল্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, কারণ এর আগে তাঁরা ৩৫ বছর ধরে এ রাজ্যে এমন এক সংগঠিত দলের সরকার দেখেছে যারা আমলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছিল। কর্মী উইনিয়নের নামে সাধারণ কর্মীরা আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করতো যা ছিল তাদের অসহ্য। পরিবর্তনের সরকার আসতে অবস্থা আমলাদের অনুকূলে এসেছে। আগে চায়ের সঙ্গে সিঙ্গাড়া খেতে হলে ৪ বার ভাবতে হত কোনো ইউনিয়ন নেতা এসে টেবিল চাপড়ে কৈফিয়ত নেবে কিনা। এখন স্যান্ডুইচ অর্ডার করতেও কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না। একটার বদলে ৪টে গাড়ি থাকলেও জবাব দেওয়ার দায় নেই। নেতা নয়, তাঁরাই এখন শেষ কথা বলেন। শুধু দু–চার জন নেতা মন্ত্রীর মন জুগিয়ে চলতে পারলেই একদিকে যেমন মিলবে সরকারি সুবিধা, তেমনই আর একটু বেশি অনুগত হলে অবসরের পরেও বজায় থাকবে কর্তৃত্ব। তাই এমন সরকার ছেড়ে আরও একটা সাংগঠনিক ভাবে শক্তিশালী সরকার আসুক তা তাঁদের নাপসন্দ। বিশেষজ্ঞরা যাই বলুন না কেন শক্তসমর্থ প্রশাসন ছাড়া যে জনগণের স্বার্থ রক্ষা অসম্ভব সে সত্য তো আর মিথ্যা হয়ে যাবে না।

আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

যদিও অনেকে মনে করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মত এত বড় জেলার জন্য কেন্দ্র বাহিনীর সংখ্যা অপর্যাপ্ত। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সবচেয়ে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে যা ৩০ কোম্পানি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ববৃন্দের দাবি পূর্বেও দেখা গেছে কেন্দ্র বাহিনী এলেও তাদের ঠিকমতো কাজে লাগানো হয়নি। এবারও যদি সেই পরিস্থিতি হয় তাহলে বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি বাড়তে থাকবে তাই কমিশনের উচিত কেন্দ্রীয়ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পরিচালনা করার।

বিমানবাহিনীতে অগ্নিবীর বায়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগপুর : ভারতীয় বায়ুসেনা অগ্নিপথ স্কিমে অগ্নিবীর বায়ু (নন–ক্যাট্যান্ট) পদে কয়েকশো জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। নেওয়া হবে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে। এই পদের ব্যাচ নম্বর:, 02/2026. কারা কারা আবেদনের যোগ্য মাধ্যমিক পাশ অবিবাহিত ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২১ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৭–২০০৫ থেকে ২১–২০০৯–র মধ্যে। শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফোলানোর ক্ষমতা থাকা দরকার। ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে প্রতি চোখে ৬/১২ যা প্রতি চোখে ৬/৬ পর্যন্ত সংশোধনযোগ্য। ৬ মিটার দূর থেকে ফিসফিস শব্দ শোনায় দক্ষতা থাকতে হবে। এছাড়া ভালো দাঁতের পাটি ও ত্রুটিহীন স্বাস্থ্য থাকা দরকার। আবেদনকারীর অসুখ, সাইকিয়াট্রিক যন্ত্রণা থাকলে আবেদন করবেন না। মোট ৪ বছরের চাকরি। চাকরি হবে চুক্তিতে। শুরুতে ৬ মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলার সময় স্টাইপেন্ড পাবেন।

প্রথম বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২১,০০০ টাকা। বাকি ৯,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

দ্বিতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৩,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৩,১০০ টাকা। বাকি ৯,৯০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ৯,৯০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

তৃতীয় বছর মাইনে পাবেন মাসে ৩৬,৫০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৫,৫৫০ টাকা। বাকি ১০,৯৫০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১০,৯৫০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে। চতুর্থ বছর মাইনে পাবেন মাসে ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে হাতে পাবেন ২৮,০০০ টাকা। বাকি ১২,০০০ টাকা অগ্নিবীর করপাস ফান্ডে জমা হবে। সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ, ১২,০০০ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার করপাস ফান্ডে দেবে।

এছাড়াও অগ্নিবীরদের নন–কনট্রিবিউটরি স্কিমে ৪৮ লাখ টাকার জীবন বিমা করিয়ে দেওয়া হবে। মৃত্যুকালীন দুর্ঘটনা হলে প্রায় ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে। শরীরের ৭৫% ক্ষতি হলে ২৫ লাখ আর ৫০% ক্ষতি হলে ১৫ লাখ টাকা পাবেন। সেইসঙ্গে রিস্ক, হার্ডশিপ, বেশন, পোশাক, ভ্রমণ ভাতা দেওয়া হবে। এছাড়াও বছরে ৩০ দিন ছুটি থাকবে। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল লিভ–ও পাওয়া যাবে।

৪ বছর চাকরি করার পর ২৫% প্রার্থীকে পরীক্ষা দিয়ে ১৫ বছরের চাকরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হবে জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার বা, অন্য র‍্যাঙ্কে। তখন রেগুলার কর্মীর মতো পেনশনও পাবেন। বাকি ৭৫% কর্মীকে অগ্নিবীর স্কিল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি থেকে ছুটি দেওয়া হবে। তখন নিজের প্রাপ্য অগ্নিবীর করপাস ফান্ডের টাকা আর সরকারের দেওয়া করপাস ফান্ডের টাকা মিলিয়ে (সুদ–সহ) মোট প্রায় ১১ লাখ ৭১ হাজার টাকা এককালীন (এই প্যাকেজের নাম দেওয়া হয়েছে সেবা নিধি) দেওয়া হবে যা, আয়কর ছাড় যোগ্য। এই সার্টিফিকেট দিয়ে অন্য কোনো সংস্থায় চাকরি পেতে পারেন কিংবা দ্বিতীয়বার কেরিয়ার তৈরির জন্য ব্যবসা করতে ঋণ পেতে পারেন। কোনো গ্র্যাচুইটি ও পেনশন নেই। এছাড়া বিনা খরচায় থাকা–খাওয়া ও চিকিৎসার সুযোগ আছে।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় অবজেক্টিভটাইপের ২০ নম্বরের প্রশ্ন হবে। এইসব বিষয়ে জেনারেল ইংলিশ–১০ নম্বর, জেনারেল নলেজ–১০ নম্বর। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। প্রতিটি পেপারে যারা কোয়ালিফাইং মার্কস পাবে, তাদের সেদিন বা পরের দিনই শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়, ১০ বার পুশ আপ, ১০ বার সিট আপ ও ২০ বার স্কোয়াটস। ওইদিন খেলার সরঞ্জাম আর এইচ.বি. পেন্সিল, ইরেজার, সার্পনার, আঠা, স্টেপলার, কালো বা, নীল কালির বল পয়েন্ট পেন নিয়ে যাবেন। সফল হলে স্ট্রিম সিউটিবিলিটি টেস্ট। লিখিত পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিন কান ও দাঁত পরিষ্কার করে যাবেন। মোট ২৩ দিনের পরীক্ষা দেওয়ার মানসিকতা নিয়ে যাবেন। থাকার ব্যবস্থা প্রার্থীরই। এরপর হবে ডাক্তারি পরীক্ষা।

সব পরীক্ষায় পাওয়া নম্বর দেখে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে এয়ারমেন সিলেকশন সেন্টারে। এছাড়াও জেলা শাসকের অফিসে ও এই ওয়েবসাইটে সফলদের তালিকা পাবেন www.indianair-force.nic.in

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে: https://agnipathvayu.cdac.in

তখন সঙ্গে দেবেন: (ক) এখনকার তোলা এক কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (১০ থেকে ৫০ কেবির মধ্যে) (ফটো তোলার সময় বুকের কাছে কালো স্লেটে নাম ও জন্ম–তারিখ লিখে তবেই তুলবেন), (খ) মাধ্যমিকের মার্কশীট ও- সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত ফটোকপি (গ) ১৮ বছরের নিচে বয়স হলে কনসেন্ট এ ফর্ম পূরণ করে দেবেন। পূরণ–করা দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। যিনি যে কেন্দ্রে দরখাস্ত করতে চান সেই ঠিকানায় দরখাস্ত পাঠাবেন। কলকাতা কেন্দ্রে হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: – Air Force Camp, Ballygunge, Opp. David Hare Training College, Circular Road, Kolkata (WB)–700019.

ব্যারাকপুর কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকিপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Station Commander, Air Force Station, Barrackpore, Palta Gate, PO–Bengal Enamel, Dist–24 Pgs (N), W.B–743 122.

হাসিমারা কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Air Officer Commanding, Air Force Station Hasimara, Dist. Alipurduar, W.B–735 215.

গুয়াহাটি কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Air Officer Commanding, Air Force Station Borjhar, Guwahati, PO–Azara, Dist. Kamrup, Assam –781 015.

বাগডোগরা কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Station Commander, 273, Signal Unit, Air Force Station, Bhuttabari, Bagdogra, Dist. Darjeeling, W.B–734 421.

পানাগড় কেন্দ্রে হাউসকীপিংপদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

The Air Officer Commanding, Air Force Station, Arjan Singh, Panagarh, W.B–713 155.

সালুয়া কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Station Commander, Air Force –Station, Salua, Kharagpur, Dist–Medinapore (West), W.B–721 145.

শিলং পিক কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Station Commander, Air Force Station, Laitkor Peak, East Khasi Hills, Shillong Peak, Meghalaya, Pin–793 010.

কার্শিয়াং কেন্দ্রে হসপিটালিটি ও হাউসকীপিং পদে পরীক্ষা দিলে পাঠাবেন এই ঠিকানায়: The Station Commander, Air Force Station, Kurseong. PO–Bagora, Via–Tung. Dist. Darjeeling, Pin–734224.

সীমান্তে শিহরণ

প্রথম পাতার পর

বসিরহাট জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের চারতলার স্বাস্থ্য ভবন ও সিএমওএইচ দপ্তরের ভবনের সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীরা নীচে নেমে এসে বাইরে দাঁড়ান। এমনটা জানা গেল স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীরা। বারাসত চক্রবর্তী পাড়ার জনৈক মহিলা বলেন, 'হঠাৎ করে মাথা ঘোরার মত হল। শরীরটা দুলে দুলে উঠল। পরে জানলাম ভূমিকম্পের কথা।'

কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে। কম্পন বেশ জোরালোভাবে অনুভূত হয়। ক্যানিং, বাসন্তী ও গোসাবা, জীবনতলা এলাকায় বহু মানুষ বহুতল ও ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নেন। এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল ক্যানিং থেকে ১৪২ কিমি। ভূমিকম্পের জেরে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতাল ও পার্শ্ববর্তী মাতৃমা হাসপাতালের রোগী, তাদের পরিজন সহ হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সরা আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পরে দেখা যায় ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন অংশে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, বাসন্তীর আঠারোবাঁকি বড়ো মসজিদের গেট ভেঙে পড়েছে এবং মসজিদের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দিয়েছে।

হাওড়াতেও বিস্তীর্ণ এলাকায় মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ঘরের পাখা শুরু করে। জল কাঁপতে থাকে। কম্পনের জেরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত মানুষজন ঘর ও অফিস থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বিশেষ করে শহরের বহুতলগুলিতে কম্পন বেশি মাত্রায় অনুভূত হয়। হাওড়ার পাশাপাশি উলুবেড়িয়াতেও কম্পন অনুভূত হয়। তবে দুপুর পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

মনের মিলন নয়

প্রথম পাতার পর

এই ঐক্য রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সাংগঠনিক মতাদর্শের বাইরে। বলা যেতে পারে, নিজেদের স্বার্থে অর্থাৎ মেলার আয়ের টাকা প্রত্যেকে যাতে ঠিকঠাক করে পায়, এর জন্যই এই ঐক্য। এখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত নয়। যদি তাই হত, তাহলে সিএএ–র জন্য সবাই মিলে যেত। আমি সম্পাদক থাকাকালীন একবারই একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে মমতাবালা ঠাকুরের সংগঠন কখনওই যোগ্যতার পরিচয় দেয়নি। এর ফলে ওরা ব্যাকফুটে পড়ে যাচ্ছিল। এজন্য এবার ওরা একত্র হল। ভক্তদের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা ওদের ঐক্য মেনে নিয়েছি। ওরা শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্যেই এসেছে। মমতাবালা ঠাকুরের দল যদি ভক্তদের, মতুয়াদের স্বার্থ বুঝত, তাহলে ওরাতো সিএএতে সমর্থন জানান। তার বদলে ওরা প্রতি পদক্ষেপে সিএএতে বাধা দিয়েছে। যদি ওরা এটা না করত, তাহলে বহু মতুয়া আজ সিএএ শংসাপত্র নিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করত। কারণ সিএএ শংসাপত্র যারা পেয়েছে, তারাতো ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে। মতুয়াদের সাহায্য, সহানুভূতি বা পরিষেবা দেওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই ওদের।'

জলবায়ু

প্রথম পাতার পর

এবারের পৌর বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনে কলকাতার জলবায়ুর পরিবর্তন যে আগামীদিনে বড় সমস্যা হতে চলেছে, সেটা এবারের অধিবেশনে তোলেন শাসক দলের একাধিক পৌরপ্রতিনিধি। কলকাতার শিশুদের জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা করবে কিভাবে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের একাধিক পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাজেট পর্যালোচনা অধিবেশনে দক্ষিণ কলকাতার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বসুন্ধরা গোস্বামী বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা এমন এক আলোক বাতি ব্যবহার করতে পারে যে, তা হল 'লাইন উইথ ব্রেইল'।

বলি হচ্ছে বঙ্গবাসী

প্রথম পাতার পর

আইনজীবীদের কাজকর্ম বন্ধ, বিচারপ্রার্থীদের পয়সার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, দুশ্চিন্তা বাড়ছে। অবশ্য এতে রাজনীতিকদের কিছু যায় আসে না। তাদের একটাই টার্গেট ভোট আর ক্ষমতা দখল। সরকারি কর্মী, শিক্ষকরা ভোটের কাজে ব্যস্ত, তাই সরকারি অফিস, বিদ্যালয়ে কাজ হচ্ছে না। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল বিচারালয়। এই হল ভারতবর্ষের মহান গণতন্ত্রের নমুনা। এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। এখানে ভোটের জন্য টাকা যোগাবে জনগণ আবার তারাই ভোটের কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তি পোয়াবে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!

নাম পরিবর্তন

আমি–উপিয়া বিবি,পিতা –সিপাই ভিস্তি (SIPAI BHISTI) গ্রাম_নগেন্দ্রগঞ্জ,থানা _সাগর, জেলা_দক্ষিন ২৪ পরগনার বাসিন্দা হইতেছে গত ইংরেজি ২৩/২/২০২৬ তারিখে আমার বাবার নাম প্যান কার্ডের (PAN CARD) ভুল থাকার কারণে কাকদ্বীপ আদালতে একটি ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কোর্ট এপিডেভিট আমার পিতার নাম সংশোধন করিলাম সেক বাশেদ (SK BASED) থেকে সিপাই ভিস্তি (SIPAI BHISTI) ইহাতে কাহারও কোনো ওজোর আপত্তি থাকলে ৭ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া বিষয় টি আলোক পাত করিবেন।।

নাম পরিবর্তন

আমি জয়দেব মুখোপাধ্যায়, পিতা চুনিলাল মুখোপাধ্যায়, গ্রাম দক্ষিণ কাষ্ঠ মহল, পোস্ট উত্তর কাষ্ঠ মহল থানা বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। ভুলবশত আমার কিছু কাগজপত্রে এবং ভোটার কার্ডে জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে সমর মুখোপাধ্যায় লেখা হয়েছে। গত ১১/৮/২০০৮ তারিখে আলিপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এফিডেভিট বলে জয়দেব মুখোপাধ্যায় ও সমর মুখোপাধ্যায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

শঙ্কা বাড়াচ্ছে বাদের সংখ্যা

প্রথম পাতার পর

এজন্য তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করা হচ্ছে। যদিও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এসআইআর নিয়ে যা কিছু হচ্ছে তার জন্য দায়ী হচ্ছে এরাজ্যের সরকার বা মুখ্যমন্ত্রী। কারণ যদি কারো বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ে তার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার কারণ এই সরকারিই ৯০ হাজার বিএলও দিয়েছেন এবং এই সরকারেরই ইআরও ও এইআরও আছেন যারা ঠিক সময়ে বৈধ নথি লোড করতে পারেননি বা ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত প্রক্রিয়াটাকে দেরি করিয়েছেন। যার ফলে যদি বৈধ ভোটারদের নাম পড়ে তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবেন এ রাজ্যের রাজ্য সরকার। আসলে ঠিক সময়ে পর্যাপ্ত লোক না দিয়ে হিয়ারিং পর্বকে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে শাসকদলের নেতা–নেত্রীরা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্র সরকার এবং বিজেপিকে গালমন্দ করেছে। অথচ গুজরাট, তামিলনাড়ু, আসামের মতো রাজ্যে এসআইআর পর্ব হয়েছে খুব শান্তিতেই। অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে বিদুশেখর এবং মিলন কুমার একটি রিসার্চ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটার নিয়ে, তাতে দেখানো হয়েছে জন্ম মৃত্যুর যে হার সেক্ষেত্রে এ রাজ্যে ৬ কোটি বৈধ ভোটার থাকা উচিত কিন্তু ভোটার আছে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ্য অর্থাৎ দেড় কোটি কোটি অবৈধ ভোটারের নাম নথিভুক্ত আছে বলেই তাদের দাবি। এখন দেখার ২৮ ফেব্রুয়ারি কত অবৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়ে। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি ভোটারের নাম যদি বাদ পড়ে তাহলে যেসব বৈধ ভোটাদের নাম বাদ গেল কিংবা অবৈধ ভোটাররা সুযোগ পেলেন না সেই বিষয়টি নিয়ে গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বিধানসভা এলাকায় গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে, তার কাছে বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর আছে বিভিন্ন বিডিও অফিসে এসআইআরের নথি নষ্ট করে দেবার জন্য আগুন লাগানো হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন এবং কমিশনকে আগে থেকে সতর্ক হতে হবে। তবে কমিশন সূত্রে জানা যাচ্ছে ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। যার মধ্যে ৬৬ কোম্পানি থাকবে উত্তরবঙ্গে এবং ১৭৪ কোম্পানি থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন থানা এলাকায়। আবার নতুন করে এসআইআর নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ২৭ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের প্রধান বিচারপতির কাছে দাবি ছিল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি যখন এসআইআর পর্ব চূড়ান্ত করার দায়িত্ব নিয়েছে তখন বিচারকদের কমিশন কেন প্রশিক্ষণ দেবে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট শাসকদলের আইনজীবীদের কোনও গুরুত্বই দেয়নি। আরো একটি বিষয় দেখার আছে ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হবার পর কবে নির্বাচন কমিশন বিধানসভার দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। কারণ মার্চের ১৫ তারিখের মধ্যে যদি ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা না হয় তাহলে ভোট শেষ করতে করতে এপ্রিল মাস পেরিয়ে যাবে অথচ রাজ্য সরকারের মেয়াদ আগামী ৬ মে পর্যন্ত। অন্য একটি সূত্র জানাচ্ছে কমিশন যদি দেখে যে ৬ মে–র পরে ভোটের গণনা করতে হয় তাহলে তখন রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে ভোটের গণনা হতে পারে। বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসআইআর পর্ব শুরু হতেই রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কোর্ট এবং পোষ্ট অফিসে শুরু হয়েছে বোমাতঙ্ক। অভিজ্ঞ মহল সূত্রে খবর বাংলাদেশী জামাতপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে একটা অশান্তি তৈরি করার পরিকল্পনা করছে। বাংলাদেশের নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে যখন সম্পর্ক ঠিক করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সেই বিষয়টি জামাতপন্থীরা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। এব্যাপারেও এ রাজ্যের গোয়েন্দা এবং প্রশাসনকে তৎপর থাকতে হবে। সব মিলিয়ে ফেব্রুয়ারির ২৮ এবং আগামী মার্চ মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সারা রাজ্যজুড়ে একটা টানটান উত্তেজনা থাকবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

২৮ ফেব্রুয়ারি – ০৬ মার্চ, ২০২৬

মেষ রাশি : যোগব্যায়াম এবং ধ্যানের মাধ্যমে আপনার মনকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখুন। এটি আপনার দৈনন্দিন রুটিনে আপনার শক্তি প্রবাহিত রাখবে, আপনার কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন হবে তা নিশ্চিত করবে। দ্রুত ফলাফলের জন্য ভুল পথে যাওয়া এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি আপনার খ্যাতির উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বৃষ রাশি : গ্রহের প্রভাব আপনার পক্ষে। আপনার আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ভালো। ভুল পরামর্শ ক্ষতিকারক হতে পারে, তাই সবকিছু বিশ্বাস করবেন না। সুযোগ পেলে বেশি চিন্তা করে সময় নষ্ট করবেন না। সঠিক সময়ে পদক্ষেপ নিন। ব্যয় বাড়তে পারে, তাই বাজেটের দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

মিথুন রাশি : ভারী কাজের চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেবে। অভিজ্ঞ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে নিজেকে ঘিরে রাখলে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হবে। তরুণরা তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে অসন্তুষ্ট হবে, তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় বাড়াতে হবে।

কর্কট রাশি : আপনার প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফলাফল দেবে। আপনার হৃদয় ও মনে ভারসাম্য বজায় রাখুন। আপনার সু–ব্যবস্থাপনা বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে সম্প্রীতি বজায় রাখবে। সম্পর্ক আরও মধুর হবে এবং আলোচনা সমাধানের দিকে নিয়ে যাবে।

সিংহ রাশি : আপনার কোনও পরিকল্পনা এগিয়ে যেতে পারে এবং সম্পন্ন হতে পারে। উল্লেখযোগ্য লাভ স্পষ্ট না হলেও, আপনার আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকবে। সহকর্মীদের সহায়তায়, কাজ সুচারুভাবে এগিয়ে যাবে। আপাতত আপনার বাড়িতে বা ব্যক্তিগত জীবনে বড় পরিবর্তনগুলি স্থগিত রাখাই ভাল।

কন্যা রাশি : বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে আপনার দেখা হবে। যদি সম্পত্তির বিরোধ থাকে, তাহলে পরিস্থিতি আপনার পক্ষে যেতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করবে। অপরিচিত ব্যক্তির সাথে তর্ক হতে পারে, তাই আপনার কথা নিয়ন্ত্রণ করুন। ব্যয় করার সময় আপনার বাজেট অবহেলা করবেন না।

তুলা রাশি : শান্তি ও প্রশান্তিতে ভরপুর থাকবে। পরিবারের সাথে হাসি এবং বিনোদন আপনার শক্তি বৃদ্ধি করবে। বিনিয়োগের পরিকল্পনা তৈরি হবে এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে লাভ হতে পারে। কিছু বিরোধী আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তারা সফল হবে না। যোগাযোগের সময় সতর্ক থাকুন যাতে আপনার পরিকল্পনার ভুল ব্যাখ্যা না হয়।

বৃশ্চিক রাশি : আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি ব্যক্তিগত বিষয়গুলির জন্য সময় বের করবেন। আপনার নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপকারী হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা সহায়তা এবং পরামর্শ দেবেন, যা জিনিসগুলিকে সহজ করে তুলবে। আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নিজেই যত্ন নিন। বাস্তবতা বোঝার পরে পদক্ষেপ নিন। অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা ক্ষতিকারক হতে পারে।

ধনু রাশি : ধৈর্য এবং শান্তভাবে এগিয়ে গেলে সমস্যাগুলি সহজেই সমাধান হবে। যদি কোনও আইনি প্রক্রিয়া চলছে, তবে কোনও কর্মকর্তার সাহায্যে সমাধানের সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সাথে দেখা এবং কথা বলা মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। অন্যদের ব্যক্তিগত বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকুন, অথবা বিরোধ বাড়তে পারে। নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা আপনার বাজেটে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

মকর রাশি : সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে পরামর্শ খুবই সহায়ক হবে। সময়ের সাথে সাথে পুরনো মতবিরোধগুলি সমাধান করলে বড় সমস্যাগুলি এড়ানো যাবে। পেশাদার পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের সাফল্যের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। নিজের উপর আস্থা রাখুন। প্রতিটি বিষয়ে অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য আশা করবেন না। আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটান; এতে বাড়ির পরিবেশ উন্নত হবে।

কুম্ভ রাশি : বেশিরভাগ সময়ই আরামদায়ক সময় কাটাবে। আপনার শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার কাজ গতি পাবে। আপনি কোনও পাবলিক স্থানে কোনও সমস্যা সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন। অলসতাকে নিজেকে অভিভূত করতে দেবেন না। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিহার্য। পুরানো সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আবার দেখা দিতে পারে।

মীন রাশি : সাফল্য অর্জনের জন্য, আপনার পরিপক্কতা বিকাশ করতে হবে। নতুন তথ্য এবং সুযোগ আসতে পারে, তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলি কাজে লাগান। আপনি আপনার পরিবারের সাথে কোনও বিনোদনমূলক স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনার কাঙ্ক্ষিত কাজ সম্পন্ন না হলে আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, তবে ধৈর্য অপরিহার্য। রাগ আপনার কাজ নষ্ট করতে পারে, তাই সেই অনুযায়ী আপনার আচরণ সামঞ্জস্য করুন।

শব্দবার্তা ৩৮০

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে বসবাস ৪. জগৎ, পৃথিবী ৫. প্ররোচনা ৭. রাবন, দশানন ৯. সংগীতের তালবিশেষ ১০. সরোবর।

উপর–নীচ

১. সাবালক অবস্থা, যৌবন ২. ধীর ৩. অত্যন্ত কর্কশ ও অস্বাভাবিক চড়া ৬. ফুলবিশেষ ৮. দুষ্মন্তের পত্নী ৯. দেবালয়।

সমাধান : ৩৭৯

পাশাপাশি : ১. চলার সাথি ৪. সিংহ ৬. কশা ৮. কল্লোল ৯. গরিমা ১১. লাভ ১৩. জিজ্ঞাসা ১৫. দন্ডবিধান।

উপর–নীচ : ১. চমক ২. রণ ৩. থিসিস ৫. হংসমালা ৭. শাকসবজি ১০. প্রসাদ ১২. ভরণ ১৪. খুধি।

জেলায় জেলায়

বিশ্বভারতীতে নিয়মভঙ্গের অভিযোগ

বিশাল দাস, শান্তিনিকেতন : হেরিটেজ বাফার জোনের মধ্যে নিয়মবহির্ভূতভাবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অভিযোগকে ঘিরে ফের চাঞ্চল্য ছড়াল শান্তিনিকেতনে। অভিযোগ সামনে আসতেই ২৮ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শনে নামেন বিশ্বভারতী, স্থানীয় পুরসভা এবং শান্তিনিকেতন উন্নয়ন

পর্ষদের আধিকারিকেরা। পরিদর্শনের পরই বাফার জোনের অন্তর্গত একটি বাড়ির দ্বিতলে চলা নির্মাণকাজ অবিলম্বে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে বুধবার নোটিস জারি করেছে পুরসভা। নোটিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'পুরসভার অনুমোদিত নকশা ছাড়াই কাজ চলছিল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ পুরসভায় হাজির হতে বলা হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে পুর আইন অনুযায়ী কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে যে সংশ্লিষ্ট স্থানে অনুমোদন ছাড়াই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরির চেষ্টা চলছিল। সম্প্রতি বাফার জোনের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যিক স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ বিশ্বভারতীর কাছে পৌঁছায়। এরপর বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পুরসভা ও উন্নয়ন পর্ষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে কলা–সঙ্গীত ভবন ছাত্রাবাসের সামনের অভিযোগ ওঠা এলাকায় যৌথভাবে পরিদর্শনে যান আধিকারিকেরা। সেখানে গিয়ে বাফার জোনের মধ্যেই অন্তত ২টি স্থানে নির্মাণকাজ নজরে আসে। নির্মাণের ধরন ও কাঠামো দেখে আধিকারিকদের সন্দেহ হয় যে আবাসিক নকশার আড়ালে বাণিজ্যিক ব্যবহারের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছিল।

পুরসভা সূত্রের দাবি, 'বাফার জোন সংলগ্ন দুটি নির্মাণ আমাদের নজরে এসেছে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে নিয়ম বহির্ভূত কাজ চলছে। সেই কারণেই একটি জায়গায় কাজ বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়ছে। অন্য জায়গাটিও দ্রুত খতিয়ে দেখা হবে।'

অবৈধ গৃহশিক্ষকতার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য জেলায়

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগনার সিন্দ্রানী, হেলেঞ্চা, গাড়পোতা সহ একাধিক হাইস্কুলের শিক্ষকরা টাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষকতা করছেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে বনগাঁর গৃহশিক্ষকদের সংগঠন বনগাঁএডিআই অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। অভিযোগে গৃহশিক্ষক বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একাধিক প্রাথমিকো উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মোটা টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট টিউশন করছেন। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে এগুলি বন্ধ সহ অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা। এমনকি তারা এই সব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও তোলেন। এদিন রাজ্যের গৃহশিক্ষক সংগঠনের বনগাঁ ও বাগদা শাখার ছেলেরা দলবদ্ধভাবে বিডিও অফিসে আসেন এবং গাড়াপোতা এসআই অফিসে যান। গৃহ শিক্ষকদের এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার কতা শিক্ষক প্রশ্নপত্র ফাঁস করে প্রজেক্টের নম্বর দেওয়ার নাম করে মোটা টাকার বিনিময়ে টিউশন করছে, আমরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছি।' এ প্রসঙ্গে বনগাঁর এডিআই নারায়ণ করিরাজ বলেন, 'আমি

জানানো হয়। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে সমগ্র জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গৃহশিক্ষক সংগঠনের জনৈক সদস্য বলেন, যে সময়ে গৃহ শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছি।'

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বেহালায় চারটি সুবিধা হবে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

সি. এম. ডি. এ. বেহালার পথচারীদের হঠাৎ প্রস্রাব পায়খানার উদ্বেগ নিরঞ্জন কল্পে তারাতলা থেকে ঠাকুরপুকুর বাসষ্টাণ্ড পর্য্যন্ত ৪টি সৌচাগার স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। এই পরিকল্পনায় সৌচাগারের নাম রাখা হয়েছে বস্তুবিধা"। কেন এই নাম? প্রশ্ন করতে জনৈক মুখপাত্র জানালেন এ শুধু মামুলি প্রস্রাব পায়খানা করবার জায়গা নয়। এখানে থাকবে একটি স্টেশনারী দোকান ওপরে থাকবে রেস্টুরেন্ট। স্টেশনারী দোকানের মালিকের উপরই থাকবে এর রক্ষনা বেক্ষণের দায়িত্ব। এর জন্য অবশ্য দোকানের মালিক পরিস্কার রাখার খরচ বাবদ ৫ থেকে ১০ পয়সা মাথা পিছু আদায় করতে পারবে।

মেয়েদের জন্য সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত এই প্রস্রাবাগার খোলা থাকবে বলে উক্ত মুখপাত্র জানান। তিনি আরও জানান বেকার যুবকদের মধ্যেই এই সুবিধা বিতরণ করা হবে। এখন পর্যন্ত যে পরিকল্পনা আছে তা থেকে জানা যায় তারাতলার মোড়ে একটি, ব্রাহ্মসমাজ রোডের মুখে একটি, সখের বাজারের কাছে একটি আর চতুর্থটি হবে ঠাকুরপুকুর বাস স্টান্ডের কাছে।

১০ম বর্ষ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১৫ সংখ্যা

পাকিস্তানের জেলে আটক ৩ মৎস্যজীবী, তৎপর সাংসদ

রবীন দাস, নামখানা : দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের নাদাভাঙা এলাকার তিন মৎস্যজীবী গত ৩ বছর ধরে পাকিস্তানে আটক রয়েছেন বলে অভিযোগ। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তাঁদের সঠিক অবস্থান ও মুক্তির বিষয়ে স্পষ্ট কোনও খবর না মেলায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন পরিবারের সদস্যরা।

আটক তিন মৎস্যজীবী হলেন তপন মহাপাত্র (৫০), কাশিনাথ মণ্ডল (৫৮) এবং দিলীপ বাগ (৪৮)। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে রোজগারের আশায় তারা গুজরাটে পাড়ি দেন। সেখানে একটি মাছধরা ট্রলারে কাজ নেন। প্রতিদিনের মতো সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে। অভিযোগ, সমুদ্রসীমা অতিক্রম করার কারণে পাকিস্তানের উপকূলরক্ষী বাহিনী তাদের আটক করে। এরপর থেকেই তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পরিবারের দাবি, ২০২৫ সালের প্রথম দিকে একটি চিঠি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত তাঁদের কাছে পৌঁছায়। সেই চিঠিতে তারা ভালো আছে বলে জানানো হলেও এরপর আর কোনও বার্তা বা সরকারি সূত্রে নিশ্চিত খবর মেলেনি। ফলে গোটা বিষয়টি আজও ধোঁয়াশার মধ্যেই রয়ে গেছে। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরা তো দূরের কথা, আদৌ কোথায় এবং কেমন আছে সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে পারছেন না পরিবারের লোকজন।

এদিকে বাড়িতে চরম আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্যরা বন্দি থাকায় সংসার চালানোই দায় হয়ে পড়েছে। সন্তানদের পড়াশোনা, নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সব কিছুই অনিশ্চয়তার মুখে। অনেকেই ধারদেনা করে কোনও রকমে দিন চালাচ্ছে। মানসিক দুশ্চিন্তা তো রয়েছেই, সঙ্গে রয়েছে ভবিষ্যতের অন্ধকার।

পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাদের দাবি, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্রুত কূটনৈতিক স্তরে উদ্যোগ নিয়ে আটক মৎস্যজীবীদের মুক্তির ব্যবস্থা করুক। প্রায়শই ভারত ও পাকিস্তানের সমুদ্রসীমা সংলগ্ন এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে। অসাবধানতাবশত সীমান্ত অতিক্রম করলেই মৎস্যজীবীরা গ্রেপ্তার হন এবং বছরের পর বছর কারাগারে কাটাতে হয়।

এখন প্রশ্ন একটাই কবে ঘরে ফিরবেন নামখানার এই তিন মৎস্যজীবী? উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না কেউই। অপেক্ষা, উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন গুনছেন তাঁদের পরিবার।

বুধবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার পরিবারগুলির সঙ্গে দেখা করে জানান, বিষয়টি সামনে আসার পরই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয়েছে এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে দ্রুত তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে সংসদেও বিষয়টি তোলা হবে।

মন্ত্রীর আত্মীয়র বিরুদ্ধে চক্রান্ত

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : ১৯ ২০২৬–এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার পরিবারের সদস্যদের টার্গেট করে কুরুচিকর পোস্টার ঘিরে ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই উত্তপ্ত গঙ্গাসাগর। খোদ সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি নষ্ট করতে নথিপত্র বিকৃত করে চক্রান্তের অভিযোগ উঠেছে বিরোধী শিবিরের বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, উন্নয়নের

লড়াইয়ে হার নিশ্চিত জেনেই এখন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসার আশ্রয় নিচ্ছে বিরোধীরা। বুধবার সকালে গঙ্গাসাগর উপকূল থানার চেমাগুড়ি, গায়েন বাজার, মনসা বাজার এবং কালিবাজার এলাকায় কিছু পোস্টার দেখা যায়। সেখানে স্বপন প্রধানের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কিছু নথির প্রতিলিপি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় তৃণমূল শিবিরের স্পষ্ট দাবি, এগুলো কোনো সরকারি দুর্নীতির প্রমাণ নয়, বরং স্বপন বাবুর পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির দলিল, যা সম্পূর্ণ আইনসম্মতভাবে অর্জিত। এই ঘটনার বিষয়ে সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান ক্ষোভের সঙ্গে জানান '২০২৬–এর নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিকভাবে হীনম্মন্যতায় ভোগা একদল মানুষ এই ষড়যন্ত্র করছে। ২০২৩ সালেও ঠিক ভোটের আগে একই কায়দায় আমাকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। আমার মা এবং মাসির ব্যক্তিগত সম্পত্তির দলিল এভাবে জনসমক্ষে আনা কেবল বেআইনি নয় বরং একটি পরিবারের ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ। মন্ত্রীর সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক থাকাই কি আমার অপরাধ? যারা এই হীন চক্রান্ত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা নেব।'

এবিষয়ে বিজেপি নেতা অরুনাভ দাসের অভিযোগ, শাসকদলের নেতারা নিজেদের আখের গোছাচ্ছেন। তিনি এই ঘটনার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তদন্তের দাবি করেছেন। তৃণমূল কর্মীদের বক্তব্য, বিরোধীদের কাছে মানুষের জন্য কোনো উন্নয়নের খতিয়ান নেই। তাই তারা ব্যক্তিগত চরিত্রহননের নোংরা রাজনীতিতে নেমেছে। তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই ধরণের চক্রান্তে সাগরের সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবে না। স্বপন প্রধান ইতিমধ্যেই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ভিক্ষার আড়ালে চুরি

রুমা খাতুন, রামপুরহাট : ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে দুই বোন একটি ছোট শিশুকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে আসে খামেড্ডা গ্রামে। অভিযোগ, তারা গ্রামের বাসিন্দা বেদানা বিবির বাড়িতে গিয়ে দেখে সেই সময় বাড়িতে কেউ নেই। সেই সুযোগেই বাড়ির তালা খুলে একটি ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে তাদের মধ্যে একজন। অন্যদিকে, তার নাবালিকা বোন বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে। কিছুক্ষণ পর বাড়ির মালিক বেদানা বিবি বাড়ি ফিরে আসেন। পরিস্থিতি বুঝে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলাকে ঘরের ভিতরেই আটকে রাখেন। এরপর প্রতিবেশীরা ছুটে এসে খবর দেন তারাপীঠ থানায়। পুলিশ তাদের আটক করে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে ভিক্ষা করতে এসেছে বলে দাবি করেছে। যদিও বাড়ির মালিকের বক্তব্য, কোনো জিনিসপত্র খোয়া যায়নি। তবে সময়মতো বাড়ি না ফিরলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারত বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কেশরা কাটজুড়িডাঙ্গা প্যাসেঞ্জার হাল্টের উদ্বোধন

সুকান্ত কর্মকার, বাঁকুড়া : আঞ্চলিক রেল নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী করা এবং যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের অন্তর্গত কেশরা কাটজুড়িডাঙ্গা প্যাসেঞ্জার হাল্টের উদ্বোধন হল। এই তারা একে আঞ্চলিক সংযোগ, যাত্রী সুবিধা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হিসেবে উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন অতিথিবৃন্দ ট্রেন সংখ্যা ৬৮০৮৯ (মেদিনীপুর–আদ্রা মেমু) কে সবুজ পতাকা দেখিয়ে যাত্রা শুরু করান।

নতুন সুবিধা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সহজ, নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী রেল পরিবহন নিশ্চিত করার পাশাপাশি আঞ্চলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আদ্রা বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক মুকেশ গুপ্ত সাধারণ জনগণকে উদ্দেশ করে এই প্রকল্পের গুরুত্ব ও এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে রেলের ভূমিকা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিধায়ক নিলাদ্রি শেখর দানা এবং প্রাক্তন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। তারা উপস্থিত জনসাধারণকে এলাকাবাসীকে নতুন রেল সুবিধার জন্য শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, এবং আশেপাশের এলাকার বহু নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। এই পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে স্থানীয় যাত্রী, শিক্ষার্থী, কর্মজীবী মানুষ ও ব্যবসায়ীরা যাতায়াতে বিশেষ সুবিধা পাবেন।

কেশরা কাটজুড়িডাঙ্গা প্যাসেঞ্জার হাল্ট চালু হওয়ার ফলে আশেপাশের গ্রামীণ ও আধা–শহুরে এলাকাগুলি সরাসরি রেল সংযোগের আওতায় এসেছে। ফলে দূরবর্তী স্টেশনের উপর নির্ভরতা কমবে এবং অঞ্চলের সামাজিক–অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার হবে বলে দাবি, আদ্রা বিভাগের বিভাগীয় রেল ব্যবস্থাপক মুকেশ গুপ্ত–র।

অবহেলায় আবর্জনা সংগ্রহের অত্যাধুনিক গাড়ি

দেবাশিস রায় , পূর্ব বর্ধমান : শহরের নিত্যদিনের যাবতীয় আবর্জনা যথাযথভাবে সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে পুরসভাকে ২টি অত্যাধুনিক গাড়ি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, পুরসভা কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত অবহেলার কারণে বহুমূল্যের সেই গাড়ি ২টি দীর্ঘদিন যাবৎ কর্মহীন হয়ে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নীচে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। কমবেশি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের এই সরকারি সম্পত্তির প্রতি অবহেলার এমনতর দৃশ্য দেখা গেল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাট পুরশহরে। দাঁইহাট পুরসভা উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি পুরসভাকে বহু লক্ষ টাকা মূল্যের একাধিক অত্যাধুনিক গাড়ি দেওয়া হয়। দাঁইহাট পুরসভাও এমনই ২টি গাড়ি পেলেও দুর্ভাগ্যবশত সেগুলির বর্তমানে করুণদশা। গাড়িগুলি দাঁইহাট পুরভবনের সামনের ২টি রাস্তার ধারে দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে রয়েছে। গাড়িগুলি ধুলোবালির পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়েছে। সেগুলির একাধিক যন্ত্রাংশ সহ সরঞ্জাম রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে চূড়ান্তভাবে ক্ষতির সম্মুখীন। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের অত্যাধুনিক এই গাড়িগুলিকে চোখের সামনে

কর্তৃপক্ষের সাফাই, বর্তমানে শহরের অনেক রাস্তায় এই গাড়ি প্রবেশের মতো পরিস্থিতি নেই। ফলে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ছোটো ছোটো গাড়ির ওপরে প্রধানত ভরসা করতে হয়। তাছাড়া পুরসভার পর্যাপ্ত জায়গার অভাব থাকায় ওই গাড়ি ২টিকে ঠিকঠাকভাবে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর নানাবিধ প্রকল্পের সূচনা করেছে। প্রতিটি শহরকে দূষণমুক্ত করে তোলার জন্যও একাধিক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। তেমনই একটি প্রকল্প 'মিশন নির্মল বাংলা'। এই প্রকল্পে প্রতিটি শহরের নিত্যদিনের নোংরা–আবর্জনা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার এভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হতে দেখে শহরবাসীর একাংশ পুরকর্তৃপক্ষের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, দাঁইহাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ অত্যাধুনিক ২টি গাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজে আর ব্যবহার করছে না। এমনকি, গাড়িগুলির যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের ব্যাপারেও পুরসভা সম্পূর্ণ উদাসীন। সরকারি সম্পত্তির প্রতি পুরকর্তৃপক্ষের এধরনের উদাসীনতায় শহরবাসী উষ্মা প্রকাশ করেছেন। দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান সমর সাহা এপ্রসঙ্গে বলেন, ওই গাড়িগুলি এইমুহূর্তে যথাযথভাবে রাখার মতো জায়গার অভাব রয়েছে। তাও আমরা ভাবছি গাড়িগুলিকে ঠিকমতো রক্ষনাবেক্ষণের পাশাপাশি কীভাবে পুনরায় কাজে লাগানো যায়।

বিএলএ–এর বাড়িতে আগুন

সুমন আদক, হাওড়া: এসআইআরের কাজের প্রতিহিংসায় ২৩ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত কোরলা ২ নম্বর অঞ্চলের ৩৭ নম্বর বুথের বিজেপির বিএলএ–২ এর বাড়িতে আগুন বলে অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। বাইরে থেকে আগুন লাগানো হয়েছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের। অভিযোগকারী বিজেপি বিএলএ–২ চন্দন কর্মকারের বাড়ি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে ৩টি ঘর পুড়ে যায়। সোমবারের ওই ঘটনায় অল্পের জন্য রক্ষা পান পরিবারের সদস্যরা। বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি এটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা নয়। উল্টোদিকে তৃণমূলের উপপ্রধান কোরলা–২ এর দাবি, এই ঘটনার সাথে রাজনৈতিক কোনও কারণ খোঁজা অনুচিত। আমরা সবরকমভাবে সাহায্য করব গোটা পরিবার যাতে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

জোরকদমে হচ্ছে রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : হাওড়ার শিবপুরেও জোরকদমে চলছে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে রাস্তা তৈরির কাজ। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার বিদায়ী প্রশাসকমণ্ডলীর উপমুখ্য প্রশাসক দেবাংশু দাস জানান, শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকার ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ফকির চাঁদ ঘোষ লেনের স্থানীয় মানুষের দীর্ঘদিনের রাস্তা তৈরির দাবি ছিল। বাসিন্দাদের সেই দাবি মেনে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণের কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ইউটিউব দেখে প্রতারণার শিকার ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া : দেড় হাজার টাকার জিন্স মাত্র ৮০ টাকায়! হাজার টাকার টি–শার্ট মাত্র ৫০ টাকায়! মহিলাদের দামী পোশাক মাত্র ১০০ টাকায়! সম্প্রতি ইউটিউবে এমন লোভনীয় ভিডিও দেখে হাওড়ায় পোশাক কিনতে এসে প্রতারিত হয়েছেন মধ্যপ্রদেশের এক ব্যবসায়ী। বিজয় দুবে নামে ওই ব্যবসায়ী খুইয়েছেন নগদ প্রায় ৫০ হাজার টাকা। বিজয়বাবু জানান, ইউটিউবে ওই ভিডিও দেখে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন জামা প্যান্ট ও মহিলাদের পোশাক কিনবেন বলে। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা মিরাজ ওই ভিডিও বানিয়েছিল। কিছুদিন আগে জব্বলপুর হামসফর এক্সপ্রেস ধরে সাঁতরাগাছি আসেন বিজয় দুবে। হাওড়ার একটি হোটেলে এসে ওঠেন। পরেরদিন মিরাজ তাকে বাইকে চাপিয়ে একটি হাটের বিভিন্ন দোকানে নিয়ে যান। সস্তায় এতো ভালো জামাকাপড় দেখে পছন্দ হয়ে যায় বিজয়বাবুর। এরপর প্রায় ৫০ হাজার নগদ টাকা দিয়ে জামাকাপড় বুকিং করেন তিনি। এরপর ডেলিভারির জন্য ২ হাজার টাকা দেন। তাঁর সামনেই মালপত্র প্যাকিং করে ডেলিভারির জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু তারপর আর কিছুই ডেলিভারি হয়নি। ফোনে মিরাজের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে বলা হয় হাওড়া ছেড়ে চলে যেতে। বিজয়বাবু বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। হাওড়া সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি অভিযোগ করেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত এখনও অধরা।

বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি : ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৫ টা নাগাদ সাঁইথিয়া স্টেশন সংলগ্ন ১৪নং এলসি রেলগেট থেকে ১০০ মিটার দূরে আপ ১ নং লাইনের পাশে ৬থেকে ৮টি তাজা বোমা উদ্ধার করে রেল পুলিশ। ফলে অন্ডাল–সাইথিয়া এবং রামপুরহাট–বর্ধমান রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উখড়া, চিনপাই, সিউড়ি সহ একাধিক স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে সাইথিয়াগামী ট্রেনগুলো। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা।

বিজেপির রথযাত্রা

অভীক মিত্র, বীরভূম : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরু হবে। বীরভূম জেলায় রথযাত্রা প্রবেশ করবে ৫ মার্চ। ২ মার্চ তারাপীঠের কড়কড়িয়া মাঠে জনসভা করবে বিজেপি। উপস্থিত থাকবেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। ৫ মার্চ তারাপীঠ থেকে বীরভূম সাংগঠনিক জেলার এই রথযাত্রার সূচনা হবে। তার জন্য বুথস্তরে চলছে জোরকদমে প্রস্তুতি। বীরভূম সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি উদয়শঙ্কর ব্যানার্জী বলেন, তারাপীঠ থেকে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া হয়ে সিউড়িতে রাত কাটিয়ে পরেরদিন অর্থাৎ ৬ মার্চ রাজনগর,বক্রেশ্বর, দুবরাজপুর হয়ে বোলপুর সাংগঠনিক জেলায় রথ ঢুকবে।'

পরীক্ষা দিতে গিয়ে মৃত্যু

সুব্রত মণ্ডল, সোনাপুর : পরীক্ষা দিতে এসে স্কুলেই অসুস্থ হয়ে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ১৪ বছরের বাচ্চাটাকে পাশের কোন নার্সিংহোম না নিয়ে গিয়ে, পাশের একটা ডাক্তারের চেম্বারে নিয়ে গিয়েছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন, মৃতের বাবা রাজকুমার হালদার। তিনি বলেন, স্কুলে কোন সিক রুম নেই। প্রাথমিক চিকিৎসাও করা যায়নি। সঠিক সময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। ছেলের শারীরিক কোন অসুবিধা ছিল না। এদিন ভালোভাবেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে যায়। তারপর কি হল জানিনা। যদিও বিকেল পর্যন্ত স্কুলের বিরুদ্ধে থানায় কোন অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। ২৫ ফেব্রুযারি সকালে সোনারপুর থানার কোদালিয়ার একটি বেসরকারি স্কুলে ঘটেছে এই ঘটনা। মৃতের নাম পৃথ্বীরাজ হালদার (১৪)। বাড়ি সুভাষগ্রামে। মৃতের যমজ দাদাও এই স্কুলেই অষ্টম শ্রেণীতে অন্য সেকশনে পড়ে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা ছিল। সকাল সাড়ে ৮ টায় স্কুলে ঢুকে ক্লাস রুমে গিয়ে বসে পৃথ্বীরাজ হালদার। নটা থেকে পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ৮ টা ৪০ মিনিটে আচমকা বেঞ্চে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। শিক্ষকরা নানা রকম প্রাথমিক চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। রাজকুমার হালদারের অভিযোগ, আমার ছেলেটাকে সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সাথে কোন নার্সিংহোম বা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সে বেঁচে যেত। স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্যই আজ আমার ছেলেটাকে হারালাম।

মন্দির বাজারে আবির তৈরিতে ব্যস্ত কারখানা কর্মীরা

অরিজিৎ মণ্ডল, মন্দির বাজার : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দির বাজার বিধানসভার আচনা গ্রাম। এই গ্রামেই দীর্ঘ ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে চলে আসছে আবির তৈরির কাজ। অনেকেই বলেন এই গ্রামের নাম নাকি আবির গ্রাম। তবে আগে সমস্ত ধরনের আবির শ্রমিকেরা হাতে তৈরি করলেও আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিয়ে এসেছে আধুনিক মানে সমস্ত যন্ত্রপাতি। আর তাতেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে লাল হলুদ সবুজ বেগুনি কমলা সহ বিভিন্ন রঙের আবির।

মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই আচনা গ্রামেই আবির তৈরি হয় আর তা চলে যায় কাকদ্বীপ ডায়মন্ড হারবার বজবজ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে। দোল উৎসবকে সামনে রেখে প্রতিবছরই চাহিদা থাকে আবিরের। আর তাই এই আবির কারখানায় শ্রমিকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

এই কারখানায় মূলত দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবির তৈরি করা হয়। একটি ডলোমাইটের ডাস্ট দিয়ে আর অন্যটি এরারুট দিয়ে। বিশাল বড় মিক্সিং মেশিনে প্রথমে যায় ডলোমাইটের গুড়ো তারপর তাতে মেশে রং ও তেল ভালো করে মিক্সিং হওয়ার পরেই তৈরি হয়ে যায় বিভিন্ন রংয়ের আবির। অন্যদিকে আবার একই প্রক্রিয়ায় এরারুট এর সাথে রং তেল ও সুগন্ধি মিশিয়ে

তৈরি করা হচ্ছে আবির। মূলত এই দুই ধরনের আবিরের একটাই বৈশিষ্ট্য এরারুট দিয়ে তৈরি আবির অনেকটাই মসৃণ এবং ডলোমাইট দিয়ে তৈরি আবির অনেকটা ভারী হয়। আর তারপর সেই আবির ভালো করে মিক্সিং হওয়ার পরেই বড় চালার মাধ্যমে চেলে নেওয়া হয় আবির টিকে তারপরেই প্যাকেট ভর্তি করে চলে যায় বিভিন্ন জায়গায়।

কারখানার শ্রমিকেরা বলছে, এ বছর আবিরের চাহিদা রয়েছে কাঁচামালেরও দাম বেড়েছে তবে আবিরের দাম একই রয়েছে এবং এই আবিরের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও নেই। দীর্ঘদিন ধরেই এইভাবেই দক্ষিণ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায় এই আবির গ্রামের তৈরি আবীর। এক বস্তা আবিরের এটা দাম যাচ্ছে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা তবে এরারুটের তৈরি আবির দামটা একটু বেশি। আর তাই সামনেই দোল উৎসবকে সামনে রেখে এখন আবির তৈরিতে ব্যস্ত কারখানার কর্মীরা।

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২৮ ফেব্রুয়ারি– ০৬ মার্চ, ২০২৬

ইস্তাহারে নেতাজি ব্রাত্য আজও

বাংলার ভোটারদের মনজয় করতে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি অনেক বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, বাঙালিয়ানা প্রমাণ করতেও তারা মরিয়া হয়ে ওঠেন। নানা স্লোগান, নানা পরিকল্পনা, লোক ক্ষেপানো, আইডি মেলের লাগাতার প্রোপাগ্যাণ্ডা, ভোটের নিত্য নতুন গিমিক প্রতিটি ভোটের ময়দানে এখন নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবারের পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন প্রাক্কালে একের পর এক অপরাধের সংবাদ প্রকাশ্যে আসছে। বুথ দখল। আর ভোট গণনীয় কারচুপির নানা অভিযোগ নতুন নয়। তবু এবারের বিধানসভা নির্বাচন 'স্যার'–এর আবহে অন্যমাত্রা পেতে চলেছে।

দুর্গামন্দির, মহাকাল মন্দির কিংবা জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ নয় এবারের আকর্ষণ 'যুবসাথী'র মাস্টার স্ট্রোক। অন্য শিবিরে জয় শ্রীরাম–এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এক খোলা চিঠিতে 'জয় মা কালী' বলে বাংলার মানুষকে সম্বোধন রাজনীতির চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বামপন্থী শিবিরেও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে দলের অন্দরে ভাঙনের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে দেশের বহু নেতাজি অনুরাগী সংগঠন দাবি তুলেছিল 'নো নেতাজী নো ভোট'–এর। ডান–বাম কোনও রাজনৈতিক দলই নেতাজী সত্য প্রকাশ্যে অনবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সৎ সাহস তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখেনি। প্রতিটি দলই নিজেদের দেশপ্রেমিক বলে দাবি করে থাকে,অনেকেই ২৩ জানুয়ারি নেতাজী জয়ন্তীতে অনুষ্ঠান করে থাকে। রাজনীতিকরা নেতাজীর ব্যাপারে যতটুকু দরকার বলার বা করার ততটুকু করে থাকেন। নেতাজির প্রতি অবিচার হয়েছে এমন কথাও অনেক রাজনীতিক বলে থাকেন। দুঃভাগ্যের বিষয় তাদের অনেকেরই প্রতিনিধি আছে লোকসভা, রাজ্যসভা এবং বিধানসভায়।

রাজনীতির বিভিন্ন পদাধিকারীরা খুব বেশি ইতিহাসচর্চা কিংবা শিকড়ের প্রকৃত সত্যের সন্ধান করার অবকাশ পান না। নেতাজীর প্রতি ধারাবাহিক মিথ্যাচারের প্রতিকার সত্যের আলোকে প্রকাশ্যে আনতে চায়নি কোন রাজনৈতিক দল। তিন পা এগিয়ে পাঁচ পা পিছিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছে। এবারেও নেতাজি অনুরাগীদের তরফে রাজনৈতিক দলগুলির কাছে দুটো দাবি তোলা হয়েছে। প্রথমতঃ নেতাজির তথাকথিত মৃত্যুদিন '১৯৪৫ সালের ১৮ আগষ্ট' সরকারিভাবে বাতিল করা, দ্বিতীয়তঃ ২৩ জানুয়ারি নেতাজীর জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা। কারণ ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তী বিশ্বের প্রতিটি ভারতীয় দূতাবাসের পালিত হয়ে থাকে। প্রতিটি রাজনৈতিক দল দেশপ্রেমিক তকমাকে জোরদার করতে নানা স্লোগান দিয়ে থাকে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ভারতমাতা কি জয়, বন্দেমাতরম্‌, জয়হিন্দ, জয় বাংলা ইত্যাদি। ইতিহাস বলছে নেতাজীর আজাদহিন্দ ফৌজের ২৬ হাজারের বেশি যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন জয়হিন্দ–এর রক্তদানের এবং আন্দোলনের আহবানে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতেও 'জয়হিন্দ' স্লোগান এবং অভিবাদন দেওয়া হয়ে থাকে। দেশের জাতীয় স্লোগান 'জয়হিন্দ'–এর স্বপক্ষে কোনও রাজনৈতিক দলই আজ পর্যন্ত সরব হয়নি। আগামী ইস্তাহারে দেশপ্রেমী ও বঙ্গপ্রেমী রাজনৈতিক দলগুলি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি কতটা সচেতন তার অ্যাসিড টেস্ট হবে আগামী দলীয় ইস্তাহারে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

সুতরাং কর্তৃত্বের আকাঙ্খা পরিত্যাগ ক"রে তুমি আত্মস্বরূপে অকর্তাভাব পোষণ কর। রাম! শাস্ত্রপাঠে তুমি অভিজ্ঞ হয়েছ, তাই জ্ঞানের গম্ভীরতায় তুমি অতল–গভীর সমুদ্রের মত নিস্পন্দ হয়ে স্বস্থ হও। কেবল সংসার, গৃহ, সমাজ ত্যাগ ক"রে বহুদূরে গিয়ে যত্নের সাথে অনুশীলন করলেও অনন্তসুখ ও পূর্ণতা লাভ করা যায় না।

বশিষ্ঠ বললেন, আত্মাতে কর্তৃত্ববোধ থাকে না, তাই সুখ–দুঃখ ভোগ বা যোগ অভ্যাসে

যে কর্তৃত্ব দেখা যায়, তত্ত্বের দৃষ্টিতে তা অসৎ। কর্তৃত্বের স্বরূপ কি? দেহভিত্তিক ক্রিয়ামাত্রই কর্তৃত্ব নয়। ক্রিয়া বুদ্ধি দ্বারা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যে ক্রিয়া বুদ্ধিকৃত নয়, তাতে আমি করলাম এই বোধ থাকে না। ফলে সেই কর্মে কর্তৃত্ব থাকে না। তাহলে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মন–বুদ্ধি–অহঙ্কার দ্বারা গঠিত অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা প্রবৃত্তিকে কর্তৃত্ব বলা যায়; এই প্রবৃত্তিই হল বাসনা। একই ভাবে ফল ভোগের প্রবৃত্তিও বাসনাসংপৃক্ত চেষ্টার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়।

পুরুষ বাহ্যিক কর্ম করুক বা না করুক, অন্তরের বাসনার ফল তাকে ভোগ করতে হয়ই। অতত্ত্বজ্ঞ, বাসনাসম্বলিত ব্যাক্তির অন্তরে কর্তৃত্ববোধ থাকবেই। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞজন বাসনাকে বর্জন করেন, তাই কর্ম করেও তিনি কর্তৃত্ব বোধ করেন না। সেই মহাজনেরা নিস্পৃহ হয়ে কর্ম ক"রে যান, কিন্তু ফলাফল দেখেন না। কর্ম ও কৃতকর্মের প্রারব্ধ ফলাফল যেমনই উপস্থিত হোক না কেন, সব কিছুকেই তিনি আত্মা জ্ঞান করেন। অপরপক্ষে বাসনাসংপৃক্ত অজ্ঞজন কর্মের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত না হয়েও কর্তা হয়ে যায়। কারণ, কর্ম অন্তঃকরণে অব্যক্ত ভাবে থাকে, তা ই আসলে কর্মের উৎস। অন্তঃকরণ যা করে না, তা করা হয়ই না। সুতরাং কর্মের প্রকৃত কর্তা হল মন, শরীর নয়। প্রথমে এমন বিচার করা উচিৎ যে, চিত্তময় সংসার চিত্ত হতে উদিত হয়ে চিত্তে অবস্থান করে। যাবতীয় বিষয় ও চিত্তবৃত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হলে অবশিষ্ট থাকে বাসনা। সেই বাসনাকেই বলে জীব।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

Kerala ❌ Keralam ✅

The Union Cabinet Of India Has Approved The Proposal To Alter The Name Of The State Of Kerala To 'Keralam'.

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

ভোটের পুষ্টি

মিডডেমিল। পড়ুয়াদের পুষ্টি বাড়ানো আর স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানোর মোক্ষম দাওয়াই। তবে সরকারি বরাদ্দের অভাবে মিলে টান পড়ার অভিযোগ ওঠে প্রায়শই। কখনও কখনও সামলাতে হয় শুধু ভাতে, সয়াবিনে। দিদিমনি, মাস্টারদের ল্যাজে গোবরে অবস্থা। কেরোসিন, খাবার তেল, সবজি কিনতেই পয়সা ফতুর। অবশ্য ভোটের উৎসবে এসব হিসেব উল্টো, সরকার কল্পতরু। কোনোভাবেই ভোটের বাজারে অভাব হতে দেওয়া যাবে না। তাই আগামী ভোটের আগে সয়াবিন, তরকারির সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য বরাদ্দ হয়েছে গোটা ডিম ও ফল। ভোটের জন্য বাড়তি পুষ্টি তো দরকার, লড়তে হবে যে।

সরস্বতীর কপাল

পশ্চিমবঙ্গে এখন লক্ষ্মীর রমরমা। ভাঁড় বা ভান্ডার নিয়ে ভোটের বাজার গরম। সরস্বতী তেমন পাত্তা পান না সরকারের কাছে। না না, শুধু এ রাজ্যের শিক্ষার কথা বলছি না। সরস্বতী নদীরও একই দশা। বর্জ্যের চাপে সে মৃতপ্রায়। বিশেষ করে প্রাচীন শহর চন্দননগর ও তার পাশের জনপদ বাঁশবেড়িয়ায় যন্ত্রনায় ছটফট করছে সরস্বতীর ধারা। এবার পরিবেশবিদরা নাছোড়বান্দা, সরস্বতীর পুনরুজ্জীবন চাইই চাই। পরিবেশ আদালতের চাপে সরস্বতী নদী বাঁচাতে পরিকল্পনার রূপরেখা হলফনামা দিয়ে জানালো রাজ্য সরকার। বিশেষ কমিটি নাকি গড়া হয়েছে। তবে এসবই গোঁফে তেল, কাঁঠাল পাকতে নাকি এখনও দু বছর।

ভরসা প্যারা

পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতা ও শহরতলিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ জমা হতে হতে স্তূপের আকার ধারণ করেছে কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু সেসব ভাঙার হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হয়ে জায়গা নিয়েছে রাজ্য সরকারের ওয়েস্ট পেপার বক্সে। নির্দেশ দিতে দিতে ক্লান্ত আদালত এবার ক্ষিপ্ত। বিচারক অমৃতা সিংহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এবার কাজ না হলে প্যারা মিলিটারি দিয়ে ভাঙার নির্দেশ দেবেন। অবশ্য তাতে চঞ্চলতা দেখা যায়নি রাজ্যে। না দেখারই কথা, কারণ প্যারা শিক্ষক, প্যারা পুলিশ, প্যারা ডাক্তার দিয়ে যে রাজ্য চলছে সেখানে প্যারা মিলিটারি আসলে আশ্চর্য কি!

ডেড লাইন

সাধারণ মানুষের দুর্নীতি দমনের আশাকে নিরাশায় পর্যবসিত করে অর্থ তছরূপ থেকে প্রতারণা সব তদন্তেই এখন হাসির খোরাক ইডি। তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ, ধরপাকড় করে হিরো বনে যাওয়া ইডি টাইমস্কোপে প্রত্যেকবার হয়ে যায় ভিলেন। কে এই চরিত্র নির্ধারণ করে দেয় তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এবার নাকি সেই বিতর্কের অবসানে নেমেছেন নব নিযুক্ত প্রধান রাহুল নবীন। তিনি বেশ কিছু রাজ্যে আগের আর্থিক বছরের কেস গুলির নিস্পত্তির ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন। জনগণের প্রশ্ন, প্রায় মৃত কেসগুলোর ডেড লাইন কি এই নির্দেশে আদৌ কমবে?

দেশ দেশান্তরে

যুদ্ধের কাউন্টডাউন

ঋজু দাস : আবারও বৃহস্পতিবার রাতে বহু বিতর্কিত ডুরান্ড লাইন নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয় ভারতের দুই পড়শি দেশ আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে। এদিন রাতে পাকিস্তানের খাইবার পাকতুনখুয়া প্রদেশের একাধিক জায়গায় আফাগান হামলায় মারা যায় ২ পাক সেনা, একথা স্বীকার করেছে পাকিস্তান সরকার। ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে পাকিস্তান সরকার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বলে জানা গিয়েছে। পাকিস্তান এই সামরিক হামলার নাম দিয়েছে অপারেশন 'গাজাব লিল হক'। পাকিস্তান সরকার দাবি করেছে, এই হামলায় ১০০–র বেশি আফগান সেনা নিহত হয়েছে ও আহতের সংখ্যা ২০০–র বেশি। এছাড়া এই হামলায় ২৭টি আফাগান–তালিবান সামরিক বিমান ঘাঁটি নষ্ট করা হয়েছে। ৮০টিরও বেশি ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানও নষ্ট করেছে বলে দাবি করে পাকিস্তান। অন্যদিকে, আফগানিস্তানের দাবি তারা পাকিস্তানের এফ–১৬ বিমান গুলি করে নামিয়েছে। এছাড়াও আফগান সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবারের হামলায় ৪০ জনের বেশি পাক সেনা নিহত ও ১৬টি পাকিস্তানি ঘাঁটি দখল করেছে আফগানিস্তান। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের আপত্তির কারণে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান গঠনের পর থেকে ডুরান্ড লাইন আফগান ও পাকিস্তানিদের মধ্যে সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

অন্যদিকে, আবারও উত্তপ্ত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনও সমাধান বেরিয়ে আসেনি। দুই দেশই এখন যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। আমেরিকার নৌবাহিনী ইতিমধ্যেই ভূমধ্যসাগর ও আবর সাগরের বিভিন্ন জায়গায় সমরাস্ত্র সাজিয়েছে। ইরানও মধ্যপ্রাচ্যের লোহিত সাগরে শুরু করে করেছে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি। এরই মধ্যে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সেরগেই ল্যাভরক এক সতর্ক বার্তায় বলেন, ইরানের উপর নতুন কোনও মার্কিন হামলা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। তিনি আরও বলেন, সামরিক পদক্ষেপ পরিস্থিতিকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাবে যেখান থেকে ফেরা মুশকিল হবে। তাঁর মতে, ইরানকে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক কর্মসূচি করতে দেওয়া উচিত এবং আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যা সমাধান করার দরকার।

প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশগুলিও যুক্তরাষ্ট্রকে সংযমের বার্তা পাঠায়। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে উঠে এলো এক নতুন তথ্য। জানা যাচ্ছে, মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা প্রেসিডেন্ড ডোনাল ট্রাম্পকে বলেছেন, শনিবারের মধ্যে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে মার্কিন বাহিনী। এখন অপেক্ষা কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের। কিন্তু অন্য সূত্রে জানা গিয়েছে, মার্কিন বাহিনীর যে জাহাজ ভেনেজুয়েলার যুদ্ধে গিয়েছিল রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ভূমধ্যসাগরে। ফলে অসুবিধায় পড়েছে মার্কিন বাহিনী। একদিকে রাশিয়ার সতর্কবার্তা অন্যদিকে মার্কিন সামরিক প্রস্তুতির মধ্যে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে যুদ্ধের কাউন্টডাউন!

ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর: অবিশ্বাসের বেকার হ্রাসে ঘোড়ায় হাসে

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার ষষ্ঠদশ কিস্তি...

যুবশ্রী বনাম যুবসাথী।

এখানে বনাম মানেটা আবার কি? এটা কি কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নাকি? নাকি কোনও মেগা স্পোর্টস ইভেন্ট? বা বাগবিতণ্ডার বিতর্ক সভা? ঠিক বলেছেন। তিনটেই সমান ভাবে এখানে প্রযোজ্য। যুদ্ধ বলতে অনায়াসেই বলা যায় এ হলো ভোটযুদ্ধ। ছাব্বিশের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে যে শাসকের স্পন্সরশিপে যুব বাতাস টানার একটা ঘোষিত প্রকল্প মাত্র। ভোটযুদ্ধে বিজেপিকে আচ্ছা করে যুঝে নেবার তাগিদে। আর ভোটের স্লোগান মানেই তো বাংলাদেশের থেকে ধার করে নেওয়া খেলা হবে খেলা হবে বলে বিপক্ষকে তৃণমূলের শাসানি। আবার তর্কবিতর্ক বলতে বিরোধী বিজেপি ইতিমধ্যেই বলেছে এসব হলো টিএমসির ভোট গিমিক। রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা তো ভাঁড়ে মা ভবানী। তথাপি জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ভাতার নামে ভন্ডামি করেই চলেছে তৃণমূল, এমনই অভিযোগ পদ্মপার্টির।

বেকার ভাতা কনসেপ্টটা কিন্তু রাজ্যে সাম্প্রতিক কালে চালু হয়নি। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে প্রথমবারের মতো বামফ্রন্ট সরকার এটি চালু করেছিল ১৯৭৮ সালে। রাজ্যের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র এই স্কিম প্রণয়ন করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ৬ বছরের বেশি সময় ধরে নথিভুক্ত বেকারেরা এই ভাতা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। ৫০ টাকা করে প্রতিমাসে তাঁরা এই ভাতা পেতেন তখন। যদিও এই প্রকল্পের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে ছিল ১৯৯৭ সালে।

২০১১ সালে রাজ্যের প্রশাসনের ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। এই সরকার ২০১৩ সালে বেকার ভাতাকে নতুন মোড়কে চালু করে। প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল যুবশ্রী। রাজ্যের বাসিন্দা হলেই যুবশ্রীর অধীনে আসা সম্ভব। এছাড়াও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত হওয়াটা আবশ্যক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি পাশ ও কিছু ক্ষেত্রে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হতো। আবেদনকারীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ ছিল বাধ্যতামূলক। অনলাইনে আবেদন করতে হতো। দরকার ছিল একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের নিজস্ব অ্যাকাউন্ট। সম্পূর্ণ বেকার হতে হবে। আর কোনও অতিরিক্ত সরকারি ভাতা পেলে আবেদন করা যাবে না। এই শর্তে যুবশ্রী প্রকল্পে প্রত্যেককে মাসিক হারে ১,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়ে চলেছে।

২০১৩ সালে রাজ্যের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ গুলোতে ২২ লক্ষ যুবক যুবতী নথিভুক্ত ছিলেন বেকার হিসেবে। তারমধ্যে যুবশ্রীতে আবেদন করেছিলেন ১৬ লক্ষ। কিন্তু এই স্কিমের আওতায় নিয়ে আসা হয় মাত্র ১,৯৫,৩৯৪ জন আবেদনকারীকে। ২০২৪ সালের রাজ্য বাজেটের ঘোষিত হিসেব অনুযায়ী এই ১,৯৫,৩৯৪ জনকে মাসিক হারে বেকার ভাতা দিতে সরকারি কোষাগারের থেকে ব্যয় ধার্য করা হয়ছেলি ২৯.৩০ কোটি টাকা। যা বার্ষিক হারে খরচের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা। সুতরাং এযাবৎ ১২ বছরে ৪২২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তৃণমূল সরকারের বেকার ভাতা বাবদ এই যুবশ্রী খাতে।

এতো কিছুর পড়েও একটা প্রশ্ন প্রত্যাশিত ভাবে উঠে আসে, যেখানে ২০১৩ রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ। সেখানে মাত্র ১,৯৫,৩৯৪ জন ছিল সরাসরি উপভোক্তা। ফলে ওই ২২ লক্ষের মধ্যে যুবশ্রীর সুবিধা থেকে বঞ্চিত প্রায় ২০ লক্ষ! যার অর্থ ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে এই তৃণমূল সরকার প্রথমেই বাংলার ২০ লক্ষ বেকারকে সরাসরি হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে ছেড়েছে বলে মত সমালোচকদের। এর উপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো না থাকবে বাঁশ না বাজবে বাঁশি মার্কা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলোও স্লো পয়জনিং প্ল্যানিংয়ে ভ্যানিস করে দেওয়া হয়েছে ক্রমান্বয়ে। ফলস্বরূপ, বর্তমানে রাজ্য সরকার রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা কত, সে হদিস কেই বা জানে? কেউ জানে না, কেউ জানে না, সেও জানে না যে ধারন করে। চলো বস্‌, কি আর করা যায়? যে রাজ্যে সিএম গাইডেড চপ শিল্প হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান মেরুদণ্ড, সেখানে না হয় এধরনের বেয়াড়া প্রশ্ন নিপাতনে সিদ্ধর ফ্রিজে হিমায়িত হয়েই থাকুক।

এরপরেই রইলো আসল চমক। সম্প্রতি তৃতীয় তৃণমূল সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটে রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সবাইকে চমকে দিয়ে আচমকা ঘোষণা করে বসলেন যুবসাথী নামক একটি আপাদমস্তক নয়া স্কিমের বৃত্তান্ত। এতেও বাংলার বেকারেরা ১,৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে ভাতা পাবেন। মাধ্যমিক পাশ করলেই এর আওতায় আশা যাবে। নো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কানেকশন। নো কম্পালসরি অনলাইন ফর্ম ফিলাপ। বিভিন্ন এলাকায় দুয়ারে দুয়ারে শিবির শুরু হয়েছে। আবেদনকারীদের লম্বা লাইন রাজ্যের সর্বত্র। ভোটের মুখে। উফ্‌ এমন ঢালাও শো অফ। মনে পড়ে যায় একদা স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের কার্ড প্রণয়নের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে গণ মানুষের উপচে পড়া কি প্রবল ভিড়ের কথা। যার পুরো ডিভিডেন্ড তৃণমূল পেয়েছিল ইভিএম মেশিনের বোতাম টেপায়। আসন্ন নবান্ন দখলের ভোটের আগেও তো প্রায় একই জমায়েতের ঢল যুব সম্প্রদায়ের দিক থেকে। সেই এক ডুপ্লিকেট মনস্কতার নির্বাচনী বোনাসের প্রত্যাশা। যাকে বলা যেতেই পারে এক কথায়, সরকারি খরচে দলগত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত টোপ। আক্ষরিক অর্থেই বং জেন জেড–এর জন্য একটা খাসা ভোট ভেট তোফা তো এটা অবশ্যই।

মজার ঘটনা হলো, যুবশ্রী কিন্তু এখনও সরকারি তরফে বাতিল হয়নি। এরমধ্যে গভর্মেন্ট স্পন্সরশীপে ধুম মাচাকে হিসেবে ভোটের বাজার গরম করতে চলে এলো যুবসাথী। লে হালুয়া। তাহলে? কি আবার তাহলে? দিদির রাজ্যে নো প্রশ্ন। দুটো প্রকল্প কি একসঙ্গেই চলবে, নাকি যে কোনও একটা বাদ দেওয়া হবে, তা যে কেউ জানে না। যেমনটি কেউ জানে না যুবসাথীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান কিভাবে জোগাড় করা হবে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০১৩ সালে ছিল ২২ লক্ষ বেকার। আবার চলতি অ্যাডহক বাজেটে যুবসাথীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়ছে ৫,০০০

কোটি টাকা। যার ফলে সরাসরি উপকৃত হবেন রাজ্যের ২৭.৮ লক্ষ্য বেকার যুব সম্প্রদায়। যা সরাসরি ওই বাজেটে রিফ্লেক্ট হয়েছে। এদিকে, যুবসাথীর সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আবেদনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ৬৪,৮৮,৫৭৮ জন রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী আবেদন পত্র দাখিল করেছেন চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে। এঁদের জন্য বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ হওয়ার কথা ১১,৬৭৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ৪০ হাজার কোটি টাকা। যদি এক্ষেত্রে প্রত্যেককে রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাসিক হারে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হয় তবেই। সমস্যা হলো বাজেটে এই খাতে বার্ষিক খরচ ধার্য করা হয়েছে ৫,০০০ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে প্রায় ৬,৬৭৯.৪৪ কোটি টাকার সংস্থান কিভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব তা নিয়েই ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি মোট আবেদনকারীর মধ্যে সিংহভাগ অংশই যুবসাথীর ভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবেন? শাসক সরকার যে এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে এহেন পরিস্থিতিতে সাম্প্রতিক অন্তর্বর্তী বাজেটে সরকারের পক্ষ থেকে উল্টে দাবি করা হয়েছে, রাজ্যে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ শেষ ১৩ বছরে সরকারি তথ্যানুসারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫.৮ লক্ষ। কিন্তু উক্ত বাজেটে সরকার দেখাচ্ছে বেকারের সংখ্যা রাজ্যে কমে গেছে ৪৬%। বাস্তবটা হলো, বাজেটের এমন অদ্ভুতুড়ে স্ববিরোধী পরিভাষা আর শিবিরে শিবিরে বেকারদের কাতারে কাতারে জমায়েতের অনুপাত দেখে কলকাতায় রেসের ঘোড়াগুলোও কেন জানি না অবিশ্বাসের ফিচেল হাসি হাসতে শুরু করেছে।

বিরোধীরা এই ইস্যুতে তৃণমূল শাসকের হার্ডকোর সমালোচনা শুরু করেছে। তাঁদের মতে, এসব হচ্ছে আসলে নতুন বোতলে পুরোনো মদ বিক্রি করার মতো নির্বাচনী সস্তা প্যাকেজ। সরকার রাজ্যবাসীকে ধোঁকা দিচ্ছে। যুবশ্রী চালু থাকাকালীন যুবসাথীর প্রয়োজনটা কিসের দরকার? আসলে একটা কথা চরম বাস্তব, এই সরকার চোখে আঙুল দিয়ে নিজেরাই দেখিয়ে দিচ্ছে, সারা রাজ্যে বর্তমানে সর্মসংস্থানের কি ভয়াবহ অবস্থা।

এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে দেশের সুপ্রিম কোর্ট তামিলনাড়ুর একটি মামলার পর্যবেক্ষণের সময় অতি সম্প্রতি চরম হুঁশিয়ারি দিয়েছে এই বলে, ইদানীং কয়েকটি রাজ্যে কি ঘটছে তা আমরা জানি। ভোটের ঠিক আগে আচমকা উন্নয়নের স্কিম ঘোষণা করা হচ্ছে। এভাবে যদি সরাসরি নগদ টাকার স্কিম ঘোষণা করা হয় তবে সাধারণ মানুষের কাজ করার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাবে। স্কিমের টাকার সংস্থান কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে তা স্পষ্ট ভাবে জানাতে হবে এবার থেকে।

সুপ্রিম কোর্টের এমন ভৎর্সনার মধ্যেও ঝাড়গ্রাম সহ মেদিনীপুর লোকসভা অঞ্চলের প্রতিটি বুথ এলাকাতেও স্থানীয় বেকারদের লম্বা লাইন দেখা মিলছে। ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সব জায়গার কর্মসংস্থানের ফাঁপা নামাবলী কতটা অন্তঃসারশূন্য।

ঝাড়গ্রাম ভূখণ্ড বিশেষতঃ বিস্তীর্ণ জঙ্গলমহলের এক প্রাকৃতিক অঞ্চল। যেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আধিক্য যথেষ্ট চোখে পড়ার মতো। ঝাড়গ্রাম লোকসভা ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭১ সালে কংগ্রেস জয়ী হয়। এরপর ১৯৭৭, ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪ ও ২০০৯ সালে সিপিএম টানা জিতে দশবারের বিজয়ীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। কিন্তু ২০১৪ ও ২০২৪ সালে তৃণমূল এখান থেকে জিতে যায়। মধ্যেখানে ২০১৯ সালে বিজেপি পরাজিত করে তৃণমূলকে। সুতরাং ঝাড়গ্রাম আসলে কাউকেই ফিরিয়ে দেয়নি চিরতরে। রাজ্যের প্রধান রাজনৈতিক দল বলতে অবশ্যই চারটি পার্টির নাম এসে যায়। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল এবং বিজেপি। প্রত্যেক দলই কোনও না কোনও সময়ে এখানকার ভোটারদের অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পেয়েছে।

মেদিনীপুর লোকসভা আসনে ২০২৪ সালে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৮,১১,২৪৩ জন। তৃণমূল জিতেছিল ২৭,১৯১ ভোটে। টিএমসি প্রার্থী ৭০২১৯২টি বা ৪৭.৪০% ভোট করায়ত্ব করে। সেখানে ভাজপা ক্যান্ডিডেটের কপালে জোটে ৪৫.৫৬% বা ৬৭৫০০১ জনের সমর্থন।

স্বাধীনোত্তর ভারতে প্রথমবার মেদিনীপুর লোকসভা নির্বাচনে ১৯৫১ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন জনসঙ্ঘ (অধুনা বিজেপি) জয় পেয়ে যায়। তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ফের ৬৮ বছর পর ২০১৯ সালে এখান থেকে বিজেপির সাংসদ দিল্লি গিয়েছিলেন। মাঝে ১৯৮০, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০৪, ২০০৯ সালে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে নয়বার এখান থেকে জিতেছিল সিপিআই। ২০১৪ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূল এই কেন্দ্রটি দখল করে নিয়েছিল।

অন্যদিকে, ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রে সর্বমোট ভোটদাতা ছিলেন ১৭,৭৯,৭৯৪ জন। যার মধ্যে ৪৯.৮৭% বা ৭,৪৩,৪৭৮টি ভোট পায় তৃণমূল। বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে ৩৮.২০% বা ৫৬৯৪৩০টি ভোট। অর্থাৎ তৃণমূল এখানে জয়ের স্বাদ পায় ১,৭৪,০৪৮ ভোটে।

২০২১ সালে ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাতটি বিধানসভা যথা, নয়াগ্রাম, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, বিনপুর, শালবনি এবং বান্দোয়ান আসনের সবকটিতেই জেতেন তৃণমূল প্রার্থীরা যথাক্রমে ২২,৭৫৪, ২৩,৭৬৮, ১৪,১০১, ১০,৫৭২, ৩৯,৫৭৩, ৩২,৬৪৪ আর ১৮,৮৮৫ ভোটের ব্যবধানে।

একই সমসাময়িক ভোটে মেদিনীপুর লোকসভা এলাকার একমাত্র খড়গপুর সদর আসনে ৩,৭৭১ ভোটে জিতেছিল বিজেপি। বাকি ছটি আসন বলতে এগরা, দাঁতন, কেশিয়াডি, খড়গপুর, নারায়ণগড় এবং মেদিনীপুর থেকে জয় হাসিল করে তৃণমূল পর্যায়ক্রমে ১৮,৪৯১, ৭৭৫, ১৫,৩৩০, ৩৬,২৩৯, ২,৪১৬ ও ২৪,৩৯৭ ভোট ফারাকে।

ঝাড়গ্রাম ও মেদিনীপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভাগত ফলাফল পর্যালোচনা আতস কাঁচের নিচে রেখে যদি নিরপেক্ষ যাচাই করা যায় তবে সেই রেজাল্ট ছিল মোট ১৪টি আসনের মধ্যে ১৩:০১। আবার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালে বিজেপি খুশির জোয়ারে ভাসলেও ২০২৪ সালে তৃণমূল জোর গলায় বলতে থাকে দুটি ক্ষেত্রেই হিপ হিপ হুররে। অতএব তথ্যগত দিক থেকে তৃণমূল কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজে রয়েছে। তাদের ধারণা ১৪টি আসনেই এবার তৃণমূল সবুজ আবীর উড়াবেই উড়াবে। তবে বিজেপিও চুপচাপ বসে নেই। তারাও নিজেদের নির্বাচনী আস্তিন গোটাতে শুরু করেছে। গেরুয়া বিগ্রেড ইতিমধ্যে খোয়াব দেখতে শুরু করেছে যে এখান থেকে এবার তারা অন্তত ৮টি সিট পাবেই পাবে। সৌজন্যে এসআইআরয়ের কড়া দুরমুশ। আর? আর হল, সর্বগ্রাসী দুর্নীতির অক্টোপুসি তোলাবাজি ইস্যু!

উত্তরের আঙিনায়

মহানন্দা নদীতে ‘স্বচ্ছ জল স্বচ্ছ মন’

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : হরদেব সিংহ জি মহারাজের ৭২ তম জন্মদিনের প্রাক্কালে সন্ত নিরঙ্কারী মিশনের তরফ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি শহরের লালমোহন মৌলিক ঘাটে মহানন্দা নদীর তীরে অমৃত জল প্রকল্পের অন্তর্গত ‘স্বচ্ছ জল স্বচ্ছ মন’ নামে একটি জল পরিষ্কার অভিযানে আয়োজন করা হয়। এই অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন সন্ত নিরঙ্কারী মিশনের সদস্যরা। গত বছর এই প্রকল্পটি ২৭টি রাজ্যে আয়োজন করা হয়েছিল। অন্ততপক্ষে ১৫০০টি নদী, পুকুর সহ আরো বিভিন্ন জলাশয়ে এই মিশনের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারত সরকার ২০২৩ সালে এই মিশনকে এই প্রকল্পে অংশ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। শিলিগুড়িতে এনজেপি, বাগডোগরা, তারাবাড়ি থেকে প্রায় ৬০০ জন সন্ত ভাই বোন এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছেন। শিলিগুড়ি ছাড়াও এই প্রকল্পটি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, বিন্নাগুড়ি, হাসিমারাতেও আয়োজন করা হয়েছিল।

শিলিগুড়িতে নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচি

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : ২৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের অন্তর্গত ১৯,৪১,১২,৮৩৩ টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় ১০২৭টি কালভার্ট, ড্রেন ও পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের কাজের শুভারম্ভ করা হল। পাশাপাশি উক্ত মঞ্চে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে এবং পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ১৩,৫৮,৮৮,৭১০ টাকা অর্থানুকূল্যে ৪৭টি ওয়ার্ডে ৫১টি উন্নয়নমূলক কাজের শুভ সূচনা করা হয়। এছাড়াও পুরনিগমের ১১,২০,২৫০ টাকা অর্থানুকূল্যে শিলিগুড়ি নিগমের অন্তর্গত ২নং ওয়ার্ড সম্প্রতি নির্মাণ হওয়া ঝিলিমিলি পার্কের শুভ উদ্বোধন এবং ২০,০৫,২৩০ টাকা অর্থানুকূল্যে ৪৬নং ওয়ার্ডের প্রমোদ নগর পার্কের কাজের শুভ সূচনা হয়। উক্ত সবকটি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন উক্ত ওয়ার্ডগুলির কাউন্সিলর, আধিকারিকবৃন্দ এবং নাগরকিরা। স্থানীয়রা পুর নিগমের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন হলে আমাদের উক্ত ওয়ার্ডগুলির নাগরকিবৃন্দ খুবই উপকৃত হবেন।

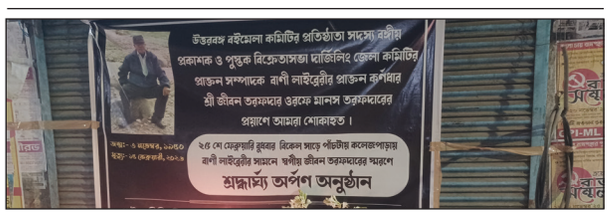

শিলিগুড়ি আশুতোষ মুখার্জী রোডে পুরাতন বাণী লাইব্রেরীর কর্ণধার ও উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য জীবন তরফদারের অকাল প্রয়াণে উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে পাশাপাশি বই পড়ার সমস্ত বইয়ের দোকানের কর্ণধাররা সন্ধ্যার সময় মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অহরহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে ভারত। তাই ইমারত এবং স্থাপত্য ভেঙে পড়লে কিভাবে কিভাবে খুঁজে বের করে বাঁচানো হবে সেই নিয়ে একটি আন্ত রাজ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ন্যাশনাল ডিজাস্টর রেসপন্স ফোর্স(এনডিআরএফ)। এনডিআরএফের ২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এই প্রতিযোগিতাটি সংগঠিত করে। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা দল অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। এনডিআরএফের ডিরেক্টর জেনারেল পিউস আনন্দ বলেন, কিভাবে অতিসত্বর বাঁচানো যায় এবং খুঁজে বের করা যায় যাতে প্রাণ বাঁচানো যাবে তাই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, ত্রিপুরা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল। এনডিআরএফ-এর পশ্চিমবঙ্গ সদর দপ্তর হরিণঘাটায় ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাজারে ভালো দাম থাকলেও নেই ফলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি মরশুমে পাইকারি বাজারে উচ্ছের দাম চড়া থাকলেও পর্যাপ্ত ফলন না হওয়ায় লাভের মুখ দেখার বদলে ক্ষতির আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন কৃষকরা। চাষিদের দাবি, এ বছর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডার প্রভাবেই গাছে ফুল ও ফল ঠিকমতো ধরেনি, ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে কমে গেছে।

স্থানীয় পাইকারি বাজারে বর্তমানে উচ্ছের দাম প্রায় ১০০ টাকা কেজি পর্যন্ত উঠেছে। এমনকি ১০ দিন আগেও দাম আরও বেশি ছিল বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সাধারণত বাজারে দাম বাড়লে চাষিদের মুখে হাসি ফোটে, কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। দাম থাকলেও বিক্রি করার মতো পর্যাপ্ত উচ্ছে না থাকায় চাষিরা আর্থিকভাবে চাপে পড়েছেন।

চাষিদের কথায়, গত বছরের পরিস্থিতি ছিল একেবারেই ভিন্ন। সেই সময় গাছে প্রচুর ফলন হলেও বাজারে উচ্ছের দাম নেমে এসেছিল মাত্র ৪ টাকা কেজিতে। উৎপাদন খরচও ওঠেনি, ফলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে হয় কৃষকদের। ক্ষোভে ফেটে পড়ে অনেক চাষি রাস্তায় উচ্ছে

ঢেলে বিক্ষোভও দেখিয়েছিলেন। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার রেশ কাটতে না কাটতেই এ বছর আবার নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের।

উচ্ছে চাষি সহদেব প্রধান জানান, ‘২০১৩ সালেও একবার এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে বছরও ঠাণ্ডা বেশি পড়ায় ফলন খুব কম হয়েছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর পর আবার একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাধারণত এই সময় প্রতি হাটে ৩ ঝুড়ি করে উচ্ছে আনার কথা থাকলেও এখন মাত্র এক ঝুড়ি ফলন হচ্ছে।’ তিনি আরও বলেন, উৎপাদন কমার পাশাপাশি সার, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম বেড়ে যাওয়ায় চাষের খরচও অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়ার অনিয়মিত পরিবর্তন এবং দীর্ঘস্থায়ী ঠাণ্ডা সবজি চাষে বড় প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে উচ্ছের মত লতানো সবজির ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কমে গেলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বাজারে দাম বাড়লেও উৎপাদন কম থাকায় কৃষকেরা সেই সুবিধা নিতে পারছেন না।

সব মিলিয়ে, একদিকে বাড়তি উৎপাদন খরচ, অন্যদিকে, কম ফলন—এই দ্বিমুখী সমস্যায় চাষিদের উদ্বেগ বাড়ছে। এখন আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে এবং গাছে নতুন করে ফলন শুরু হলে কিছুটা স্বস্তি মিলতে পারে বলে আশাবাদী কৃষকরা। তবে পরিস্থিতি দ্রুত না বদলালে চলতি মরশুমে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কাই দেখছেন উচ্ছে চাষিরা।

ডোমজুড়ে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল নিকাশি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে এবার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের একসরা অঞ্চলের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখালেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে কোনা ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি বেসরকারি সংস্থার গেটের সামনে এলাকার বাসিন্দারা হাতে পোস্টার নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তাদের বাড়ি-ঘরদোর বেশিরভাগ দিনই জলে ডুবে থাকে। রাস্তাঘাট খারাপ। অধিকাংশ সময় রাস্তার আলো জ্বলে না। এর পাশাপাশি এলাকায় জলাশয় বুজিয়ে অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে। তাদের আরও অভিযোগ, এলাকার বিধায়ক, পঞ্চায়েত প্রধান এবং বিডিওকে বারবার জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয় না। যদিও ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ

তার বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ফি বছর বর্ষা এলেই ডোমজুড় বিধানসভার একসরা অঞ্চলে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে জমা জলের আতঙ্ক। অল্প বৃষ্টিতে কোথাও এক হাঁটু, আবার কোথাও এক কোমর জল জমে যায়। এই নিয়ে এলাকার মানুষ বারবার প্রশাসনকে জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। গত বছর যখন তাঁরা এই নিয়ে পথে নেমেছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন নিকাশি ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও নিকাশি নালা তৈরির কাজ শুরুই হয়নি। ফের জল জমতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁরা এদিন বিক্ষোভ দেখান। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ ফোনে জানান, একসরা অঞ্চলটি নিচু এলাকা। ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে বলা সত্ত্বেও হাইওয়ের নিচে দিয়ে ড্রেনের পাইপ না বসানোয় জল নিকাশি খালে মিশতে পারছে না। ফলে জল দাঁড়িয়ে থাকছে। তবে শীঘ্রই প্রশাসনিক স্তরে বৈঠক করে গোটা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হবে এবং সমস্যার সমাধান করা হবে।

এমএমডি দপ্তর উদ্বোধন

বুদ্ধদেব মিশ্র : বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং (ডিজিএস) ২৬ ডিসেম্বর পাটনায় মারক্যান্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (এমএমডি) দপ্তর এবং একটি ‘সিফ্যারার্স আউটরিচ

সেন্টার’-এর উদ্বোধন হয়। এবিষয়ে কলকাতায় আইএইচসিএল সিলেকশন্সে দিনভর ‘সিফ্যারার্স রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার’ শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়ছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের সচিব, ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। এই সিম্পোজিয়ামে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব ভারতের শংসাপত্র প্রদান, অভিযোগ নিষ্পত্তি ও কল্যাণ পরিষেবা জোরদার করতে নতুন পরিকাঠামো বিকশিত ভারতের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে সামুদ্রিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।

প্রোমোটার খুনে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ফেব্রুয়ারি হাওড়ার পিলখানায় গুলিকাণ্ডে প্রোমোটার খুনের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে গোলাবাড়ি থানা, হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ ও রাজ্য পুলিশের এসটিএফ একসঙ্গে অভিযান চালিয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার একটি গোপন ডেরা থেকে এদের গ্রেপ্তার করে। ধৃতেরা হল মহঃ বিলাল জোড়াসাঁকোর কলাবাগান এলাকায়, মহঃ ওয়াকিল ওরফে মুন্না এবং দিলদার হোসেনর বাড়ি বহুবাজার এলাকায়। এই তিনজনই হারুন খান এবং রোহিতকে ঘটনার পর পালাতে সাহায্য করেছিলেন এবং তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে এদের হাওড়া আদালতে তোলা হলে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়

বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধানসভা ভোটের আগে ভাঙরে উদ্ধার বিপুল পরিমাণে বোমা। নতুন থানা উদ্বোধনের আগের রাতে বানিয়ারা গ্রাম থেকে বিপুল বোমা উদ্ধার করল উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশ। আগামী কাল উত্তর কাশিপুর থানা ভেঙে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার শুভ উদ্বোধন হবে। ঠিক তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ কর্মীরা বিপুল পরিমাণে বোমা উদ্ধার করল।

বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবীর মৃত্যু

প্রশান্ত সরকার, ঝড়খালি : রুটি-রুজির টানে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে ফের বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারালেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঝড়খালির মৃতের গোপাল ঢালি (৪৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন গোপাল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতিবেশী সুমন মণ্ডল ও আরও এক মৎস্যজীবী। শনিবার বিকেলে দেউলভারানী জঙ্গল সংলগ্ন নদীখাঁড়িতে কাঁকড়া ধরছিলেন হঠাৎই জঙ্গল থেকে একটি বাঘ নদীর ধারে এসে গোপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘাড়ে আক্রমণ করে তাকে জঙ্গলের ভিতরে নিয়ে যায়। গোপাল ঢালিকে উদ্ধার করতে দুই সঙ্গীকে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠলে বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসেন তাঁরা। রবিবার সকালে বাঘের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জঙ্গলের ভিতরে গোপাল ঢালির নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। দেহ উদ্ধার করে নৌকায় তোলা তুলে সোমবার গভীর রাতে ঝড়খালির বাড়িতে পৌঁছান তাঁরা। পরে মৃতদেহ বাসন্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

মঙ্গলবার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠায়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী গোপাল ঢালির মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছেন স্ত্রী মণিকা ঢালি, ১৯ বছরের মেয়ে মঞ্জু ও ১০ বছরের ছেলে বাবু। সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে তাঁদের।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহের জন্য বহু মানুষ প্রতিদিন জীবন বাজি রেখে জঙ্গলে প্রবেশ করেন। কাঁকড়া ও মাছ ধরাই তাঁদের প্রধান আয়ের উৎস। কিন্তু পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিকল্প জীবিকা বা আর্থিক সুরক্ষার অভাবে বারবার এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়দের দাবি, বনাঞ্চলে প্রবেশের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নিরাপত্তা ও নজরদারি প্রয়োজন। ঘটনার পর মৎস্যজীবী পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে এপিডিআর। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দরিদ্র মৎস্যজীবীরা পেটের দায়ে জঙ্গলে যেতে বাধ্য হন। সরকার যাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে, সেই দাবি জানানো হবে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়মানুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। তবে গ্রামবাসীদের বক্তব্য, শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, স্থায়ী বিকল্প জীবিকা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

শোক সংবাদ

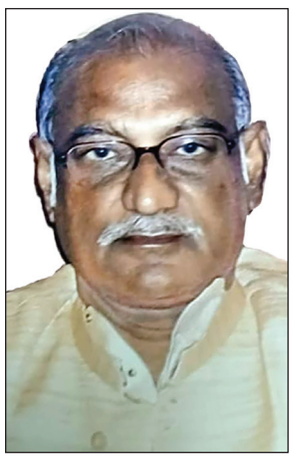

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রবীণ সদস্য প্রয়াত বাসবী চ্যাটার্জীর স্বামী পশুপ্রেমী বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭৮ বছর বয়সে ২৩ ফেব্রুয়ারি সকালে জোকার ভারত সেবাশ্রম সংঘ হাসপাতালে শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

বিধাননগরের পৌর বাজেট পাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : সল্টলেক ও রাজারহাট অংশ মিলিয়ে বিধাননগর পৌরসংস্থার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৪১টি। ১৩ ফেব্রুয়ারি মহানাগরিক কৃষ্ণা চক্রবর্তী বিধাননগর পৌরসংস্থার আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের পূর্ণাঙ্গ বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি সেই প্রস্তাবিত বাজেট-বরাদ্দ মহানাগরিক, উপমহানাগরিক, পৌরপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে পাস হল। আগামী অর্থবর্ষের প্রস্তাবিত বাজেটে আয় ধরা হয়েছে ৪৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৮৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। উদ্বৃত্ত হয়েছে ৬৭ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। রোজকার নাগরিক পরিষেবায় গুরুত্ব দিয়ে বিধাননগর পৌরসংস্থার আগামী অর্থবর্ষের পৌর বাজেট-বরাদ্দ পেশ হয়। স্থানীয় পৌরবাসীর অভিযোগ পৌরসংস্থার সিংহভাগ ওয়ার্ডে রাস্তার বেহাল দশা। তাই আগামী অর্থবর্ষের বাজেটে রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়ন সঙ্গে পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাস্তা ও ফুটপাথ উন্নয়নে বাজেটে ৭৯ কোটি টাকা। জঞ্জাল অপসারণের কাজে সাড়ে ১৮ কোটি টাকা। নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়নে সাড়ে ২৫ কোটি টাকা। পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহে বড়ো অঙ্কের ১০৮ কোটি টাকা। আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়নে ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মহানাগরিক কৃষ্ণা চক্রবর্তী বলেন, বিধাননগর পৌরসংস্থাকে আরও স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে।

আবির তৈরির কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ ফেব্রুয়ারি গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের সভাগৃহে ‘ভেষজ আবির তৈরির কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগে উক্ত কর্মশালায় খাঁটুরা প্রীতিলতা উচ্চ বালক বিদ্যালয় ও গোবরডাঙা নেতাজী বিদ্যাপীঠের নবম-দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করে। উক্ত কর্মশালায় ফেলে দেওয়া ফুল-গাঁদা, গোলাপ, গাজর। পালং শাক, বীট, হলুদ ইত্যাদি ছাড়াও এরারুট, ফিটকিরি সহ অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া পাউডার তৈরির জন্য মিক্সি মেশিন, ছাঁকান, গামলা, হাতা, চামচ ইত্যাদিও সংগ্রহ করা হয়। এসব দিয়ে কিভাবে ভেষজ আবির তৈরি করা হয় তা

হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই রঙ পোষাকের বা গায়ের চামড়ার ক্ষতি করবে না। এছাড়া চামড়ায় র‍্যাশ, অ্যালার্জি বা চুলকানি ইত্যাদি প্রতিরোধ করে বলে উক্ত কর্মশালার আলোচনায় উঠে আসে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য সদস্য রত্না রায়। এছাড়া কর্মশালার প্রশিক্ষণ ছিলেন উক্ত বিজ্ঞান মঞ্চের আরেক রাজ্য সদস্য তনুশ্রী চক্রবর্তী। উক্ত কর্মশালায় সহযোগিতা করেন গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড. সুনীল বিশ্বাস, মধুসূদনকান্তি বেনীমাধব বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক গৌতম মণ্ডল, সমাজসেবী চন্দ্রকান্ত দত্ত, আশা দত্ত, শুভ্রা বৈদ্য, ডলি পাণ্ডে, তরুণ মণ্ডল প্রমুখ। সারাদিন ব্যাপী উক্ত কর্মশালার জন্য দ্বিপ্রাহরিকা আহারেরও ব্যবস্থা ছিল। সঞ্চালনায় গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা বিজ্ঞান লেখক ও পরিবেশবিদ দীপক কুমার দাঁ বিশেষ প্রশংসনীয়।

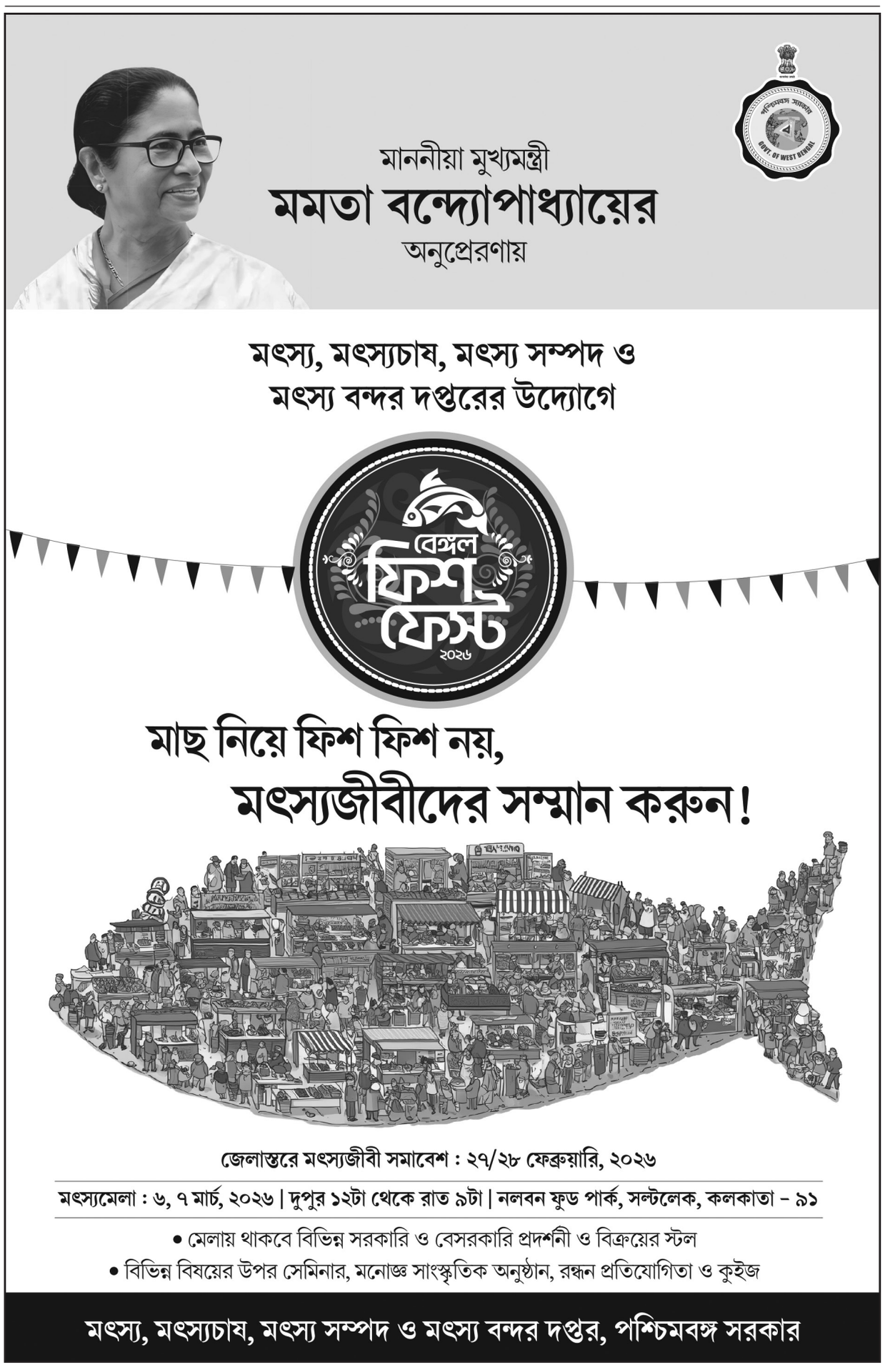

পেনশন আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি: পোস্টাল পরিষেবা ও ডাকঘর থেকে পেনশনপ্রাপ্ত অবসরভোগীদের বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৩৫ তম ডাক ও পেনশন আদালত। পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেলের সভাপতিত্বে যোগাযোগ ভবনে এই আদালত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। এতে অংশগ্রহণ করা যাবে গুগল মিট–এর মাধ্যমে। আদালতে ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা, ডাকঘর থেকে পেনশন গ্রহণকারী পেনশনভোগীদের দাবি ও অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সংশ্লিষ্ট বিষয়, অভিযোগ জমা দেওয়ার নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে শোনা ও বিচার গ্রহণ করা হবে।

অভিযোগপত্রে অবশ্যই সম্পূর্ণ বিবরণ, পূর্বে সংশ্লিষ্ট ডাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হওয়া যোগাযোগের রেফারেন্স নম্বর ও তারিখ, অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর থাকতে হবে।

অভিযোগ পাঠাতে হবে এস. সি. দাস, এ.ডি.পি.এস (সি.এস) চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেলের দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের পি–৩৬, সি. আর. অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০১২–এই ঠিকানায়। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ মার্চ। অভিযোগপত্র ডাকযোগে বা ই–মেইলে পৌঁছাতে হবে। ই–মেল আইডি– cpmg_wb@india-post.gov.in, adpgcowb@gmail.com, pg.wb@india-post.gov.in।

খামের ওপর বা ই–মেইলের সাবজেক্ট লাইনে অবশ্যই লিখতে হবে– 'Dak Adalat/ Pension Adalat' অভিযোগকারীকে নির্ধারিত দিন ও সময়ে গুগল মিটের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থাকতে হবে। যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর 033–22120250 / 033–22120612 / 033–22120500।

গ্রহণ করা হবে না কোন আইনি বিষয়ক মামলা ও নীতিগত বিষয়ক দাবি।

মোক্ষধাম শ্মশান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও প্রেরণা ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে খিদিরপুরের হেস্টিংস মোড়ের নিকটে হুগলি নদীর দইঘাটের কাছে একটি জায়গায় নতুন শ্মশান নির্মাণ করা হবে। যার নামকরণ হয়েছে সংসার বন্ধন মুক্তি গৃহ 'মোক্ষধাম'। এজন্য ৮,৪৮৫ বর্গফুট জায়গা বরাদ্দ হয়েছে। ব্যয় হবে প্রায় ৬৫ কোটি টাকা। এখানে থাকবে সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত ২টি ইলেকট্রিক চুল্লী ও দূষণমুক্ত ৮টি কাঠের চুল্লী। এছাড়া অন্যান্য সুবিধাসহ হুগলি নদীতে স্নানের জন্য একটি আলাদা ঘাট তৈরি করা হবে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য থাকবে আলাদা জায়গা। শ্মশান চত্বরকে শান্ত ও ধর্মীয় আবহ দিতে এখানে শিবমন্দিরও তৈরি করা হবে। আগামী দেড় বছরের মধ্যে এই শ্মশান তৈরি হবে বলে কলকাতা পৌর প্রশাসন মনে করছে।

স্থাবর সম্পত্তির তালিকা ভুলেভরা!

সঙ্গে উচ্চবিত্তদের কর ফাঁকি

বরুণ মণ্ডল : উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সম্পত্তি কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি বলে দাবি করেন কলকাতা পৌরসংস্থার ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাম পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়। কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৬–২৭ অর্থবর্ষের পৌর বাজেট পর্যালোচনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই বাম পৌরপ্রতিনিধি বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা সম্পত্তি কর আদায় জোর দিয়েছে, এটা যেমন একটা ভালো বিষয়, ঠিক তেমনি শহরে উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাদের কাছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে, তারা তা মেটাতে চান না। তাঁদের মধ্যে সম্পত্তি কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। তাদের থেকে সম্পত্তি কর আদায়ে কী ব্যবস্থা হয়েছে? এই শহরে এই পর্যন্ত কত অনাদায়ী সম্পত্তি কর রয়েছে? সম্পত্তি কর বেড়েছে বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা তো ফ্ল্যাটওয়ালা ও ছোটও বাড়িওয়ালাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি কর। ঠিক কত ল্যান্ড আন–অ্যাসেস প্রপার্টি আছে? তার উল্লেখ থাকলে তথ্যটি জানা যেত। সেই জমিগুলি অ্যাসেসমেন্ট করা হলে পৌর রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যানটাও স্পষ্ট হবে। শহরে সমস্ত ধরনের বাড়ির সম্পত্তি কর 'স্যাফ(ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট) সিস্টেমে আনা উচিত। না হলে কলকাতার সংযুক্ত এলাকায় এখনও একাধিক একতলা দোতলা পুরনো বাড়ি আছে, যাঁরা ১৯৮৯ সালের 'জেনারেল রিভ্যালুয়েশনে"র(জিআর) ওপর নির্ণীত হওয়া সামান্য একটা সম্পত্তি কর আজও দিয়ে আসছে। সেইসব বাড়িকে হয়, নতুন করে 'জি আর করাতে হবে, নয় তো সম্পত্তি করকে স্যাফ সিস্টেমে আনতে হবে। তাতে সম্পত্তি কর আদায় বৃদ্ধি পাবে। বাজেট বইতে বলা হয়েছে, আইন লঙ্ঘনকারীদের ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু এই খাতে কত টাকা আদায় হল, কলকাতা পৌরসংস্থার বাজেটে তার কোনও উল্লেখই নেই।

নন্দিতা রায় আরও জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা চলতি অর্থবর্ষের শিক্ষা খাতে ব্যয় করেছে ৪৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। অথচ বছরের শুরুতে বরাদ্দ করেছিল ৫৯ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। তিনি আরও জানান, হটমিক্স যেটা আসছে সেটা নিম্নমানের। রাস্তায় দেওয়ার ৭ দিন পরই ঝুড়ো ঝুড়ো হয়ে ওঠে যাচ্ছে। এটা কাজের থেকে অকাজের অর্থের অপচয় হচ্ছে। আরজিও, সিইএসসি, ডব্লুবিএসইবির সংস্থাগুলি অবাধে নতুন নতুন রাস্তা কেটে চলে যাচ্ছে, এটার দায়ভার কে নেবে? সড়ক দপ্তর যেন এদের ওপর আরও কড়া নজরদারি রাখে এবং কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আর ওয়ার্ডের ভিতরে বহুল ব্যবহৃত ছোটেছোটো রাস্তায় স্কুটার–বাইক–স্কুটির খুবই অ্যাক্সিডেন্ট বেড়েছে। আর এই প্রথমবার পৌর বাজেট–বরাদ্দে রেভিনিউ ফান্ডে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সাপোর্ট এই খাতে ৬৫৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় হবে বলে উল্লেখ আছে। আমার প্রশ্ন এটা কেন, কোন বিষয়ে এই বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করবে কলকাতা পৌরসংস্থা?

সম্পত্তি কর বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি সংখ্যক সম্পত্তিকে বা জমিকে সম্পত্তি করের আওতায় নিয়ে আসার প্রস্তাব দিয়েছেন, বেহালা পূর্বের ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তথা ১৩ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ রত্না সুর বাজেট পর্যালোচনায় বলেন,

পৌরসংস্থার যে সব জমি অ্যাসেসমেন্টের আওতায় আসেনি, সেই সব সম্পত্তিগুলিকে নিয়ে ভাবতে হবে। পাশাপাশি নিজের ওয়ার্ডের ভুতুড়ে সম্পত্তি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কলকাতা পৌরসংস্থার পুরশ্রী পত্রিকার এই উপদেষ্টা। তিনি বলেন, পৌর বাজেট বিবৃতির সঙ্গে পৌরসংস্থার স্থাবর সম্পত্তির একটি তালিকাও পেশ করা হয়। কিন্তু ওই তালিকায় ১১৫ নম্বর ওয়ার্ডভুক্ত এমন অনেক জমি রয়েছে যার কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। সেইজন্যই বুঝি কলকাতা পৌরসংস্থার ল্যান্ড অ্যান্ড এস্টেট ডিপার্টমেন্টের চিফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার নীতিশ চন্দ্র বসাক স্বাক্ষর করে লিখে দিচ্ছেন যে, 'উল্লিখিত এই স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় ভুল থাকতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ভুলটা কতবার থাকতে পারে? ৫৬/৫০, ব্যানার্জী পাড়া রোড, কলকাতা, ল্যান্ড অ্যান্ড পার্ক, জমির পরিমাণ ডাবল জিরো। আরেকটি জমি ৫৪/৪বি, ব্যানার্জী পাড়া রোড, কলকাতা, ওয়ার্ড ডিপো অ্যান্ড অফিস, ২.৭০ কাঠা ল্যান্ড, জমিটির আবার অ্যাসেসি নম্বর আছে। কিন্তু এই জমিটিও কোথায় আছে, আমি দীর্ঘ ৩১ বছরের স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি হয়েও জানতে পারলাম না। এর মধ্যে আরেকটি জমি আছে তা আমার জানা নেই, ঠিকানা ৪৪, রাজা রামমোহন রায় রোড, প্লে গ্রাউন্ড অ্যান্ড ট্যাঙ্ক। এখানেও জমিটা আছে, পুকুরের অস্তিত্ব আছে কিন্তু প্লে গ্রাউন্ডের কোনও অস্তিত্ব নেই। এখানে ৪৪ কাঠা জমি রয়েছে। আবার ওই তালিকায় লেখা রয়েছে সেখানে নাকি হাসপাতাল রয়েছে। এই বিষয়গুলি সার্ভেয়ারের আবশ্যিক রূপে ঠিক করা দরকার। কারণ এম পি ল্যাড তহবিলের অর্থে বা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে ওয়ার্ডে যখন কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করতে যাওয়া হয়, তখন পৌরপ্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, জমিটি কলকাতার কী না? আবার কেন্দ্রীয় পৌরভবন থেকে বরোতে জানতে চাওয়া হচ্ছে ল্যান্ডটি কলকাতা পৌরসংস্থার কী না? অথচ চিফ ভ্যালুয়ার অ্যান্ড সার্ভেয়ার হেড অফিসে রয়েছেন! আর এই জমি পাওয়া সংক্রান্ত কারণে বারংবার ফাইল চালাচালি হচ্ছে। এম পি বা এম এল এ ল্যাড তহবিলের টাকা ব্যবহারে দেরি হচ্ছে। অথচ, মনে করা হচ্ছে, পৌরপ্রতিনিধিরা উন্নয়নমূলক কাজে অবহেলা করছে! উন্নয়নমূলক কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হল, 'প্রকৃতি দেবী পৌর উদ্যান এটা প্রায় ২ বিঘা জমি, ১৯৯৪ সালে কলকাতা পৌরসংস্থাকে এই জমিটি গিফট করা হয়েছিল। অথচ, কলকাতা পৌরসংস্থার স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় এই জমিটি নেই। অথচ, কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে এই প্রকৃতি দেবী পৌর উদ্যানের জমির বিষয়ে সমস্ত তথ্য ও কাগজপত্রের প্রতিলিপি রয়েছে। সেটা ১ বছরের অধিক সময় হল, অথচ এই স্থাবর সম্পত্তির তালিকায় ওই জমির কোনও তথ্য ওঠেনি। কেন এতোটা দীর্ঘ সূত্রতা তা আমি জানি না!

কলকাতায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার কমিয়ে কী করে কলকাতাবাসীদের তীব্র দাবদাহের হাত থেকে রক্ষা করা যায়, তা নিয়ে পৌর বাজেট পর্যালোচনায় প্রস্তাব দেন দক্ষিণ কলকাতার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি আরএসপি নেতা প্রয়াত ক্ষিতি গোস্বামীর বড়ো মেয়ে বসুন্ধরা গোস্বামী। তিনি বলেন, আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং অসম্ভব দাবদাহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন গাছটা লাগানো যেতে পারে, সেজন্য একজন 'হিট অফিসার(উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ আধিকারিক) নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ গরমকালের তীব্র দাবদাহকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, কীভাবে গাছের ছায়া বৃদ্ধি করা যায়, বহুতল ভবন চত্বরের ভিতরে কমন স্পেশগুলিকে কংক্রিট দিয়ে পুরোটা না আটকে বেশ কিছুটা মাটি রেখে জল কীভাবে মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো যায়, তাতে মাটিকে উষ্ণতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। আর তাতে মাটির ওপরের বাতাস অনেকটা শীতল থাকবে। তাই যদি ঢাকা এটা করতে পারে, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থা কেন এটা পারবে না? তাই কলকাতা শহরের এতো উষ্ণতা এতো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার তাতে কলকাতা শহরের উষ্ণতা আখেরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কিভাবে দেশীয় পদ্ধতিতে গরমের দাবদাহকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই সেই প্রযুক্তি এবং একজন হীট অফিসার যদি কলকাতা পৌরসংস্থা নিয়োগ করতে পারে, তাহলে এটা একটা অন্যরকম বিষয় হবে। তাই বাজেটে ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে, এইসব জরুরি অত্যাধুনিক বিষয়গুলি থেকে সরে আসাটা ঠিক হবে না। এছাড়াও বসুন্ধরা গোস্বামী জঞ্জাল বহন করার ব্যাটারিচালিত ট্রাইসাইকেলের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান। এতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এর ফলাফল সেটা অনেক বেশি হবে, বলে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত বলে জানান।

কলকাতার সিএসটিএআরআই পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং শিক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার সেন্ট্রাল স্টাফ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সিএসটিএআরআই) পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি প্রতিষ্ঠানের চলমান দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। এই পরিদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে মন্ত্রী একটি নতুন অডিটোরিয়াম নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই

অডিটোরিয়াম নির্মিত হলে প্রশিক্ষণ অবকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি নতুন গতি পাবে।

মন্ত্রী তরুণ সমাজকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দক্ষ মানবসম্পদই দেশের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি এবং প্রশিক্ষিত যুবসমাজ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিদর্শনের সময় তিনি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে প্রশিক্ষণার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নের বার্তা দিতে সিএসটিএআরআই ক্যাম্পাসে একটি বৃক্ষরোপণও করেন মন্ত্রী। এই সফরের মাধ্যমে দেশে দক্ষতা উন্নয়ন প্রসার, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং মানবসম্পদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ধারাবাহিক অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে বলে জানানো হয়েছে।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

বার্তা

আসক্তি : লাল সিগন্যাল থামায় গাড়ি, কিন্তু মোবাইল থামায় জীবন। মোবাইল আসক্তি এখন জননিরাপত্তার বড় হুমকি হয়ে উঠছে। আগে যেখানে যানবাহন চালানোর সময় ফোনে কথা বলা বা মেসেজ করা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়াচ্ছিল সেখানে নতুন সংযোজন হয়েছে রিলস দেখা। **ছবি : নিজস্ব**

দখল : চেতলার পরমহংস দেব রোডে বহুতল নির্মাণের সামগ্রি দখল করেছে রাস্তার অর্ধেক। দুর্ঘটনার ভয় নিয়ে চলছে পথচারীদের যাতায়াত। **ছবি : নিজস্ব**

হয়রানি : পুরী – হাওড়া যৌলি এক্সপ্রেস থেমে গিয়েছে ,সাঁতরাগাছি স্টেশনে, ঝাঁ চকচকে চারপাশ কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে নেই ন্যূনতম সুবিধা, নেই লিফট,নেই কুলী, নেই ট্যাক্সি, নেই সহযোগিতা করার জন্য কোন পুলিশ,তাই পরিবারের কোলে করেই নিরুপায় হয়ে ভয়ে ও কষ্টে,এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। **ছবি : অভিজিৎ কর**

আটক : নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে দার্জিলিং বন্যপ্রাণী বিভাগের সুকনা রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দীপক রাসাইলি শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার শালবাড়ির মানিক বিশ্বাস এবং ভজন রায়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬ লক্ষ টাকার অবৈধ সেগুন কাঠ এবং আসবাবপত্র উদ্ধার করেন। সমস্ত অবৈধ সেগুন কাঠ এবং আসবাবপত্র জব্দ করা হয়েছে এবং উভয় অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং আরও তদন্তের জন্য আটক করা হয়েছে। **ছবি : নিজস্ব**

মাঙ্গলিকী

স্মরণে মননে

আজিজুল হক মণ্ডল: কবি বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের বড় আন্দুলিয়ায় ৮০ বছর পদার্পণ উদযাপন অনুষ্ঠান পালিত হল ১৪ ফেব্রুয়ারি বড় আন্দুলিয়া পিটিটিআই প্রতিষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি, গবেষক ডঃ কুমারেশ দে। অনুষ্ঠান শুরুতে কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহ অতিথিবৃন্দ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রামনারায়ণ জানা। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাবলীল আলোচনা তুলে ধরেন ইতিহাস গবেষক ডঃ দীপাঞ্জন দে। এরপর কবির খুবই কাছে থেকে বড় হয়েছেন এবং বড় আন্দুলিয়ার ভূমিপুত্র কবি রামকৃষ্ণ দে কবির কাছে থেকে কবিও স্বাধীনতা সংগ্রামী বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায়ের গুনাবলী ও লোক সেবা শিবিরে কি ভাবে জনমুখী কাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ডঃ কুমারেশ দে, কবি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক সঞ্জিত দত্ত। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি ও ক্ষেত্র গবেষক তপন বিশ্বাস, সাংবাদিক সঞ্জয় ঘোষ, কবি ও ক্ষেত্র গবেষক মোশারফ হোসেন, কবি হজরত আলি, আজিজুল হক মণ্ডল, ফজলুর রহমান, নিমাই বিশ্বাস, সেলিনা খান, ফতেমা বেগম, প্রার্থনা খাতুন, সাদিয়া মণ্ডল, তৃষ্ণা পাল, বৃষ্টি হালদার, বৃথি অধিকারী, খোদেজা খাতুন, কোহিনূর আনছারী। সংগীত পরিবেশন করেন জারি শিল্পী আজিম উদ্দিন মণ্ডল, নবকুমার পাল। অনুষ্ঠানে অতিথিদের বরণ ও আপ্যায়নের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক ডঃবাপি মণ্ডল ও রথীন বৈরাগ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিকাশ প্রামাণিক। রামনারায়ণ জানা ও প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের সমবেত সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

পুনরায় নবরূপে প্রকাশিত হল সাহিত্যিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২২ ফেব্রুয়ারি ফুলমালঞ্চ কথা নাট্য সংস্থার উদ্যোগে এবং সারদা বালিকা বিদ্যামন্দিরের সহযোগিতায় ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো থিয়েটার সেমিনার। প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সুস্থ সমাজ গঠনে থিয়েটারের ভূমিকা। উদ্বোধন করেন শিক্ষা রত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক। বক্তব্য রাখেন বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, রেইনি চৌধুরী, গনপতি নস্কর ও বিমলেন্দু পুরকাইত।

বক্তারা বলেন, থিয়েটার কেবল বিনোদন নয়—এটি সচেতনতা, মানবিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের শক্তিশালী মাধ্যম। নাটক মানুষকে ভাবতে শেখায় এবং সমাজকে স্বাস্থ্যকর পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখে। এদিন বক্তাদের দেওয়া হয় মালতী পুরকাইত স্মৃতি সম্মাননা, বিমলেন্দু পুরকাইত কে নরেশ নিয়তি সম্মাননা এবং দীপান্বিতা নস্কর পান ধনঞ্জয় চম্পাবতী স্মৃতি সম্মাননা। শেষে মঞ্চস্থ হয় গান্ধারী ও সাবান কেসে ময়লা নাটক। সচেতনতার বার্তা ও নাট্যচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে সেমিনারটি অঞ্চলের সাংস্কৃতিক পরিসরে তাৎপর্যপূর্ণ ছাপ রেখে যায়।

বিশ্বভারতীতে ভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগঘন পরিবেশে দিনটি পালিত হল বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়–এর উদ্যোগে। প্রভাত ফেরি, শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং রবীন্দ্রসংগীতের সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ।

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও দিনের সূচনা হয় প্রভাত ফেরির মাধ্যমে। শান্তিনিকেতনের

আন্তর্জাতিক অতিথি নিবাস থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের সুরে এগিয়ে যায়। হাতে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, গবেষক এবং কর্মীরা ভাষার মর্যাদা রক্ষার অঙ্গীকারে অংশ নেন। আবেগঘন পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও শহীদদের আত্মত্যাগ স্মরণ করা হয়।

শোভাযাত্রা এসে পৌঁছয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ভবন প্রাঙ্গণে। সেখানে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে আত্মবলিদানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ, বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপক, আধিকারিক, শিক্ষার্থী এবং ভারত–বাংলাদেশ দুই দেশের প্রতিনিধিরা।

উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, 'যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করেছে বিশ্বভারতী। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। আমরা এই বিশেষ দিনটিকে গভীরভাবে স্মরণ করেছি এবং ভাষার বৈচিত্র্য রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছি।' উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিশ্বজুড়ে ভাষাগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের বার্তা বহন করে। শান্তিনিকেতনের এই উদযাপনেও সেই চেতনারই প্রতিফলন ঘটল শ্রদ্ধা, সংহতি ও মানবিক মূল্যবোধের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে।

একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে

শ্রেয়সী ঘোষ : ইস্ট কলকাতা কালচারাল অর্গানিজেশন এর উদ্যোগে প্রতিবছরের মত এ বছরেও শনিবার ২১ ফেব্রুয়ারি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস গান্ধী সেবা সংঘের মানিক্য মঞ্চে। সান্ধ্য অধিবেশনের শুরুতেই শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। ইকো সংস্থার সভাপতি ড. হিরন্ময় সাহা ,সহ সভাপতি উৎপল ঘোষ এবং এই সংস্থার প্রাণপুরুষ ধনঞ্জয় আঢ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখলেন। মূল অনুষ্ঠানের আগে সদ্যপ্রয়াত লেখক শংকর এর স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিষয়ের উপর বলিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখলেন দুই

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড.শম্পা ভট্টাচার্য এবং ড.শঙ্কর ঘোষ। দুজনই অনেক তথ্য দিয়ে তাঁদের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করলেন। শঙ্কর ঘোষের গান শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল ই–কয়ারের শিল্পীদের সংগীত পরিবেশন। স্বদেশ পর্যায়ের ছটি গান তাঁরা পরিবেশন করেন। ধনঞ্জয় আঢ্যের পরিচালনায় দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রথমটি জলিল সাহেবের 'পিটিশন'। দ্বিতীয়টি 'বাঙালি'। অভিনয় ও গানের প্রতিটি শিল্পী ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ হলেন। সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলেছেন মধুমিতা মোদক নিষ্ঠার সঙ্গে।

শিলিগুড়িতে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের পক্ষ থেকে বাঘাযতীন পার্কে অবস্থিত শহীদ বেদীতে এবং শিলিগুড়ি আর্ট সার্কেল–এর পক্ষ থেকে চিলড্রেন পার্কে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পাদদেশে ভাষা শহীদদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়। দুটি জায়গায় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র সহ পুর নিগমের চেয়ারম্যান পরিষদ সদস্যসদস্যা। এরপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই ভাষা দিবসকে নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

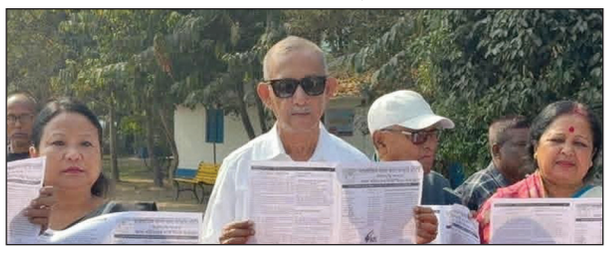

ন্যানো রোবোটের ক্যারিশমায় আমরা কি অবিনশ্বর হতে চলেছি!

জয়ন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সত্যি সময় বড় বেগবান। এই সেদিন যেন সালটা ১৯৯৬ ডাক্তার ইয়ান WILMART ও সঙ্গীদের যুগান্তকারি অবিষ্কার ক্লোনিং–এর কথা মনে আছে নিশ্চয়ই অপনাদের? প্রথম ক্লোন ডলি, ডলির পরে পলিও সৃষ্টি হয়েছিল। ক্লোনিং–এর ব্যাপারটা কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এখন সারা পৃথিবীর এথিকস কমিটি হিউম্যান ক্লোন নিষিদ্ধ করেছে। তবে সবার অলক্ষ্যে কোনো দেশে ইতিমধ্যে হয়তো বা হিউম্যান ক্লোন বানিয়ে ফেলেছে।

এবার বিষয়ের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তার আগে ন্যানো টেকনোলজি সম্পর্কে দু–চার কথা বলেনি, এর পুরোধা জাপানের বিজ্ঞানী নৈরতা নিগুচি। আপনারা বলবেন এই ন্যানো টেকনোলজির

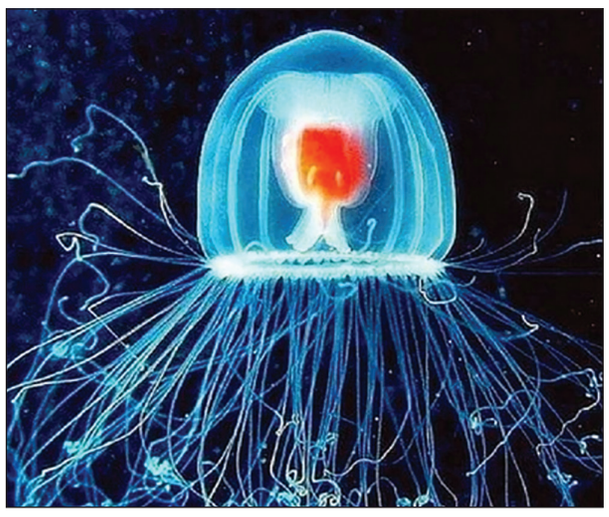

সাথে মানুষের অমররত্তের কি সম্পর্ক? আছে মশাই আছে। বিজ্ঞানী আদ্রিয়ানা কাভালকান্তি, ব্রাডলি নেলসনের মতো অনেক বিজ্ঞানী এই ন্যানো টেকনোলজির সাথে জড়িত।

এই নেনো টেকনোলজি নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার, এটা এত সূক্ষ্ম যে আমাদের ভাবনারও অতীত। ১ ন্যানো মিটার হল গিয়ে ১ মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ। এই ন্যানোবোট, থুরি অধুনা ন্যানো রোবটের কথা। এই ন্যানো রোবোটের আবিষ্কারক আদ্রিয়ানা কাভালকান্তি। এই ন্যানো রোবটের সাইজ ২ ন্যানো মিটার অনেকটা আমাদের দেহের রক্তকণিকার সাইজ। শ্বেত রক্তকণিকার মতো এদের কাজ ধীরে ধীরে জীবানুদের ধ্বংস করা।

রে কার্জোয়েল যে অমরত্তের কথা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম এই সেই ভবিষ্যৎবানীর বক্তা আমাদের জানতে ইচ্ছে করছে নিশ্চয়ই। উনি আর কেউ নয় গুগুলের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার রে কার্জোয়েল। উনি বিশ্বাস করেন যে, ২০৩০ সাল নাগাদ এই ন্যানো টেকনোলজির দৌলতে মনুষ্য সম্প্রদায় অমরত্ব লাভ করতে চলেছে। 'কৃত্রিম মেধা' মানুষের সমকক্ষ হবে ২০২৯ সাল নাগাদ। মানুষের সাথে কৃত্রিম মেধা একাকার হয়ে যাবে ২০৪৫ সাল নাগাদ। এখনো পর্যন্ত ওনার ভবিষ্যৎবানী ৮৬ শতাংশ মিলেছে। ২০২৯ সাল নাগাদ সারা পৃথিবী জুড়ে ন্যানো বায়টিস্কের মার্কেট সাংঘাতিক ভাবে বেড়ে যাবে। এ যেন সেই ক্ষেপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথরের মতো অমরত্ব লাভ।

আশার আলো দেখতে পাচ্ছি – একটা অমর ছোট্ট জেলিফিস জৈবিকভাবে অমর, এটা ভূমধ্যসাগর ও জাপানের জলে পাওয়া যায়। এর কেতাবি নাম 'টারিপ ডোহরনি' অমর জেলিফিস যার টোসিস এই এর আকৃতি আমাদের নখের থেকেও ছোট। এদের হঠাৎ করে শারিরিক কোন ক্ষতি হলে বা আঘাত পেয়ে উপস করে থাকলে মরে যায় না। আর দেখা যাচ্ছে এর টেনট্যাকেঁলগুলো খসিয়ে দিয়ে ছত্রাকৃতি থেকে পুনরায় শৈশবস্থায় ফিরে যায়। পলিভ হিসেবে কোন শক্ত জায়গায় আটকে থাকে। এইগুলো ঠিক মৃত্যুকালের অবস্থা থেকে আবার শৈশবে ফিরে যাওয়া যায় ঠিক অনেকটা ওইরকম। এটাকে বলে ট্রান্সডিফারেন্সিয়েশন বা জৈবিক অমরত্ব।

এই জেলিফিসের মৃত্যুহীনতা আমাদের বার্ধক্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে রোবটিক প্রযুক্তির সাহায্যে পারকিনসন্স রোগ কিংবা ভারসাম্যহীনতার মতো স্নায়ুর জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। নতুন রোবট প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়ালিটিও সম্ভব। রোবট অ্যাসিটের নিউরো মাসকুলার রি–এডুকেশন হচ্ছে।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এই ন্যানো রোবট নিউরাল রি–জেনারেশন করে স্মৃতি বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয় এই ন্যানো রোবট ক্যান্সারগ্রস্ত কোষকে ট্রিগার করে নষ্ট করে দেয়। সঙ্গে চলে সেই কোষের মেরামতি। দরকার পড়লে প্রতিস্থাপনও করে বৈকি। এছাড়াও এর কঞ্জেকটিভ ফাংশন গোদা বাংলায় 'জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ায়' এরা মস্তিষ্ককে চিন্তা করতে, শিখতে ও বুঝতে এবং সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করে। শুধু ক্ষতিগ্রস্ত কোষকেই ঠিক করে না নব যৌবন ফিরিয়ে এনে বার্ধক্যকে রোধ করে।

যদি ভেবে দেখি, বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত রোগের মূল কারণ কি– দ্যাখা যাবে ভিলেন হিসেবে উঠে এসেছে যে জিনিসটি ন্যানো রোবট এই কোষগুলোকে কামান দাগায় দফারফা করে দেয়, ফলস্বরূপ অনন্ত যৌবন। এরা LEV(লংজিভিটি এসকেফ ভেলোসিটি) এই রিলেটেড ডিজিজ সেই মৃত্যুহীন প্রাণের মতো।

ন্যানো রোবটের বিরুদ্ধে একটা প্রশ্নই উঠে আসে স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের থার্মোডিনামিডিস্কের দ্বিতীয়তত্ত্ব সর্ববাদী সম্মত ও বিজ্ঞানের এক মাইল ফলক। এই তত্ত্ব যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে প্রচলিত বিজ্ঞানের আমূল পরিবর্তন হবে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সময়ের সাথে বেড়ে যায়। এটা একটা বাদ্ধতন্ত্র আমাদের এই লিভিং সিস্টেমে এই ন্যানো রোবটি বদ্ধতন্ত্র নয়। বাইরে থেকে এনার্জি বা ইনপুট দিতে হয় ওপেন সিস্টেম।

কিন্তু, সময় থেমে থাকে না এগিয়ে চলে চরৈবেতি। আসলে আমাদের ওপর নিজেদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ছোটোখাটো পোকামাকড় থেকে বড় তারা সবাই এক দুর্নিবার আকর্ষণের বাঁধনে বাধা। মানুষ, গাছপালা, মহাজাগতিক ধুলো সবই।

আমরা সবাই নাচ্ছি এক রহস্যময় সঙ্গীতের সুরে– একজন আড়াল থেকে সেই সুর বাজাচ্ছে–(বিজ্ঞানী মনিলাল ভৌমিক)। স্যার অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথায় ফিরে আসি, মনের থেকে যেটা বোঝা যায় সেটা একটা দারুন পাওনা। আর যুক্তিবাদী মন হল অনেকটা বিশ্বাসী চাকরের মতো। আমরা সেই চাকরকে সম্মানিত করতে ইতস্তত করি না কিন্তু, সেই প্রাপ্তির ব্যাপারটা দিব্যি ভুলে যাই।(Everything is determined, the beginning as well as the end by force over which we have no control. It is determined for the insect as well as for the star, human begings vegetables or cosmic dust, we all dance to the mysterious tune intended in the distance by an invisible play– 'খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে'– অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কথায়।

এই অমরত্বের ব্যাপারটা একটা জটিল অধ্যায়। এথিক্যাল, জৈবিক, টেকনোলজিক্যাল ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর সহজতম ব্যাখা বিশবাঁওজলে। সেই সময়ের গুগুলের বিজ্ঞানী রে–কার্জওয়েল যেন বলছেন 'আমার স্বপন কিনতে পারে এমন আমির কই, আমার জনছবিতে রং মেশাবে এমন আবির কই।...'

লেখক– ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের আজীবন সদস্য

বিচ্ছিন্ন সেন্টিনালিসদের সুরক্ষাই বিজ্ঞানের পবিত্র কর্তব্য

সুমন সরদার

হাজার হাজার বছর ধরে যে জনগোষ্ঠী আধুনিক সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র জীবনধারা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামো বজায় রেখেছে তারা হল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নর্থ সেন্টিনাল দ্বীপে বসবাসকারী সেন্টিনালিস যারা পৃথিবীর অন্যতম বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।। এই বিচ্ছিন্নতাই আজ তাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।

নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আধুনিক বিশ্বের সাধারণ সর্দি–কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্যান্য সংক্রামক রোগও সেন্টিনেলিসদের জন্য প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। কারণ, বাইরের বিশ্বের রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে তাদের শরীরে প্রাকৃতিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা আজও তৈরি হয়নি। তাত্ত্বিকভাবে ভ্যাকসিন বা প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার কথা ভাবা গেলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব। তাদের সম্মতি ছাড়া যোগাযোগ বা চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা নৈতিকভাবে প্রশ্নের মাধ্যমে, পাশাপাশি এতে তাদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কাও প্রবল।

আজ পর্যন্ত কোনো ভাষাবিদ সেন্টিনেলিসদের ভাষা বা সংকেতভিত্তিক যোগাযোগ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হননি। ড্রোন, স্যাটেলাইট ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে দূর থেকে তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হলেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মতো নিরাপদ ও সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল কোনো উপায় এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।

ভারত সরকার ইতিমধ্যে নর্থ সেন্টিনেল দ্বীপকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে যেখানে বহিরাগত প্রবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ববিদদের একাংশও মনে করেন, 'লিভ দেম অ্যালোন' বা 'একা থাকতে দেওয়া' নীতিই সেন্টিনেলিসদের সুরক্ষার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। অতীতে জোরপূর্বক যোগাযোগ স্থাপনের ফলে আন্দামানের অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠী ভয়াবহ রোগ ও সামাজিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা তাই যোগাযোগের চেয়ে তাদের সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। উপগ্রহ ও নজরদারি প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্বীপের চারপাশ পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করা হচ্ছে, যাতে কোনো পর্যটক বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সেখানে প্রবেশ করতে না পারে।

ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা উন্নত বিশ্লেষণমূলক প্রযুক্তি যদি দূর থেকেই তাদের ভাষা ও আচরণ বুঝতে সহায়ক হয়, তবে নিরাপদ যোগাযোগের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের স্পষ্ট মত, আধুনিক সমাজে একীভূত করার যে কোনো প্রয়াস সেন্টিনেলিসদের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করবে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই টিকে থাকার একমাত্র পথ। বিজ্ঞানের দায়িত্ব তাদের পরিবর্তন করা নয়—বরং দূর থেকে তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

নতুন প্রজাতির আর্থ্রোপড জীববৈচিত্রের পুনরুউত্থান

প্রীতম দাস

আর্থ্রোপড হল আর্থ্রোপোডা ফাইলাম গোত্রের অমেরুদণ্ডী প্রাণী। তারা কাইটিন দিয়ে তৈরি একটি কিউটিকল সহ একটি এক্সোস্কেলিটনের অধিকারী। এই গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মোকামাকড় থেকে শুরু করে মাকড়সা, বিছে, মিলিপিড, কাঁকড়া, চিংড়ি সবই পড়ে। গোটা বিশ্বে প্রায় ১.৮ মিলিয়ন আর্থ্রোপড রয়েছে, যা বিজ্ঞান দ্বারা বর্ণিত প্রাণীজগতের প্রায় ৮৪ শতাংশ। পৃথিবী জুড়ে ঘুরে বেড়ানো আর্থ্রোপ্লেউরা নামক প্রাণী যা প্রায় ১১০ পাউন্ড ওজন ও ৯ ফুট লম্বা, সেও এই গোত্রেরই অন্তর্ভুক্ত।

জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)–এর বিজ্ঞানীরা ডিপ্লুরার একটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন, যা ভারতীয় কীটতত্ত্বে এক ঐতিহাসিক সাফল্য। লেপিডোক্যাম্পা সিকিমেনসিস নামে পরিচিত এই ডানাবিহীন, মাটিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র আর্থ্রোপড প্রজাতিটি এমন এক প্রাচীন হেক্সাপড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যার কোনো প্রজাতি প্রথমবারের মতো ভারতীয় গবেষক দল দ্বারা আবিষ্কৃত হল। ৭ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ট্যাক্সোনমিক জার্নাল জোটাক্সায় প্রকাশিত এই গবেষণা প্রায় ৫ দশক ধরে ভারতীয় ডিপ্লুরা নিয়ে গবেষণার স্থবিরতার অবসান ঘটিয়েছে। এর আগে ভারতে মোট ১৭টি প্রজাতি নথিভুক্ত থাকলেও সেগুলি সবই বিদেশি গবেষকদের দ্বারা আবিষ্কৃত।

জেডএসআইয়ের পরিচালক ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় এই আবিষ্কারের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, 'লেপিডোক্যাম্পা সিকিমেনসিস আবিষ্কার ভারতে মাটির জীববৈচিত্র্য নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিপ্লুরার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম পরিচিত গোষ্ঠীর উপর গবেষণা বাস্তুতন্ত্রের কার্যপ্রণালী বোঝার জন্য অপরিহার্য। এই সাফল্য হিমালয়ের মতো জৈববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অঞ্চলে ধারাবাহিক শ্রেণীবিন্যাসমূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে।'

ড. সুরজিত করের নেতৃত্বে গবেষক দল, যার মধ্যে ছিলেন সৌভিক মজুমদার, পৃথা মণ্ডল, গুরুপদ মণ্ডল এবং কুসুমেন্দ্র কুমার সুমন, সিকিমের রাভাংলার সন্নিকট থেকে সংগৃহীত নমুনা থেকে এই প্রজাতিটি চিহ্নিত করেন। পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গের কার্শিয়াং এলাকায়ও এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা ইঙ্গিত করে যে, প্রজাতিটি পূর্ব হিমালয় জুড়ে বিস্তৃত। শরীরের আঁশের অনন্য বিন্যাস, লোমের বিন্যাস এবং বিশেষায়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন দ্বারা এই প্রজাতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই সাথে দলটি লেপিডোক্যাম্পা জুরাডি বেঙ্গলেনসিস নামে একটি বিরল উপপ্রজাতিকে পুনরায় খুঁজে পেয়েছে, যা প্রায় ৫০ বছর ধরে নথিভুক্ত হয়নি।

এই গবেষণায় প্রথমবারের মতো একটি ভারতীয় লেপিডোক্যাম্পা প্রজাতির জন্য ডিএনএ বারকোড তথ্য প্রদান করা হয়েছে, যা ঐতিহ্যগত আকৃতিভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস এবং আধুনিক অণুজীবগত বিবর্তনীয় গবেষণার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবনে দোল উৎসব

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালি মণ্ডল জমিদার পরিবারের ঐতিহ্যবাহী গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের মন্দির প্রাঙ্গণে বাওয়ালি গোপীনাথ জিউ সেবা সমিতির আয়োজনে এ বছর উদযাপিত হতে চলেছে ৩৬৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী দোল উৎসব ও মেলা। এই দোল উৎসব কেবল একটি উৎসব নয়। এক ইতিহাস এক উত্তরাধিকার এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের বহমান সাংস্কৃতিক দীপশিখা। যেখানে ভক্তি ঐতিহ্য সংগীত রং আর মানবিকতার মিলনে গড়ে উঠেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক অধ্যায়। এই বছরের দোল উৎসব শুরু হবে আগামী ২ মার্চ এবং চলবে টানা ১০ দিন এক ঐতিহ্যবাহী রাজকীয় ও ধর্মীয় আবহে। প্রসঙ্গত, বাওয়ালি মণ্ডল জমিদারদের নানা প্রাচীন মন্দির এবং স্থাপত্য কীর্তি দীর্ঘদিন অবহেলার ফলে এবং সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। সেই ধ্বংসাবশেষ কে সংরক্ষণ করতে এবং নতুন ভাবে বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে বাওয়ালি মন্দির উন্নয়ন কমিটি ২০১৮ সাল থেকে মন্দিরগুলির সংস্কার শুরু করে। সংগঠনের অন্যতম কর্ণধার সুমন পাড়ুইয়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধাম নব কলেবরে সেজে উঠেছে। অধিকাংশ প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কার হয়ে গেছে এবং সম্প্রতি চোখে পড়ল গোষ্ঠ মাঠের পাশে যে মন্দিরটি ভেঙে পড়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে তারও সংস্কার শুরু হয়ে গেছে। এমনকি, গোষ্ঠ মাঠের পাশে বাওয়ালি পদ্ম পুকুরের যে অংশটি ধসে গিয়েছিল তারও বাঁধানোর কাজ শুরু হয়েছে বাওয়ালি গোপীনাথ জিউ সেবা সমিতির উদ্যোগে এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায়। সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা শুভাশিস চক্রবর্তী জানালেন, প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে এই কাজটি করতে। সহৃদয় মানুষরা এগিয়ে এলে আগামীদিনে এই গোষ্ঠ মাঠকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। দোল উৎসব ও মেলার উদ্যোক্তাদের অন্যতম কর্ণধার সুমন পাড়ুই জানালেন, এ বছরের দোল উৎসবে আশা করা হচ্ছে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হবে। তাই অনেক আগে থেকেই প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এই দোল উৎসব ও মেলা সম্পন্ন হয়। দোল উৎসবের সূচনা হবে আগামী ২ মার্চ। ওইদিন বিকাল ৩ টায় মন্দিরে ভগবানের পূজা পাঠ ও হরিনাম সংকীর্তন এবং সন্ধ্যা ৬টায় চাঁচর পূজা বা ন্যাড়া পোড়ানো হবে। ৩ মার্চ সকাল ৭ টায় ভগবানের ট্যাবলো সহযোগে বর্ণাঢ্য প্রভাত ফেরির অনুষ্ঠান সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টো পর্যন্ত। ওইদিনই জনপ্রিয় লোকশিল্পী স্টার জলসার সুপার সিঙ্গার বাংলা ছবির প্লেব্যাক সিঙ্গার অর্পিতা দাসের লোকসংগীত ও বাউল সংগীতের অনুষ্ঠান এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা দুপুর ২টো থেকে ৫টা পর্যন্ত হবে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫৪১ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ইসকন প্রভু সমন্বয়ে ভগবানের অভিষেক সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত পুনরায় বাউল ও লোকসংগীত এর অনুষ্ঠান এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ। ৪ মার্চ সন্ধ্যে ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত নৃত্যনাট্য যুগল মিলন। পরিচালনায় লিলি মাতাজি। রাত্রি ৮ টায় ভক্তিমূলক পৌরাণিক নাটক ভক্ত প্রহ্লাদ। ৫ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কৃষাণ প্রভুর পরিচালনায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। রাত্রি ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত নাটক জমালয়ে জীবন্ত মানুষ। ৬ মার্চ সন্ধ্যা ছটায় লীলা কীর্তন পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় শিশু শিল্পী শঙ্খমিতা সরদার ও গোপীবল্লভ সম্প্রদায়। ৭ মার্চ বাওয়ালি গুপ্ত বৃন্দাবন ধামের উন্নয়ন কার্যে গোপীনাথ জিউ সেবা সমিতির রাধাকৃষ্ণ ভাণ্ডারের মহিলা কমিটিকে বিশেষ অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান। ৮ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ম্যাজিক শো পরিবেশনায় জনপ্রিয় ম্যাজিশিয়ান। ৯ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভাব তরঙ্গিনী নৃত্য একাডেমির পরিবেশনায় নৃত্যানুষ্ঠান। ১০ মার্চ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ভোলা মহেশ্বর বাউল সম্প্রদায়ের বাউল সংগীত অনুষ্ঠান। শেষের দিন অর্থাৎ ১১ মার্চ সন্ধ্যা ৬ টায় লীলা কীর্তন পরিবেশন করবেন বাঁকুড়া জেলার জনপ্রিয় কীর্তনীয়া রিমি অধিকারী। উৎসব কমিটির অন্যতম কর্ণধার এবং বাওয়ালি গোপীনাথ জিউ সেবা সমিতির সম্পাদক সুমন পাড়ুই বলেছেন, খোলা হৃদয় ও উদার হাতে শ্রীরাধা–মাধব মন্দির এর পবিত্র সেবায় দানের জন্য আপনাদের আন্তরিক আহ্বান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে দোল উৎসব ও মেলায় সকলকে স্বাগত। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি সহযোগিতা করতে চান তাহলে ৮৭৭৭৭৯৬০০২ নম্বরে যোগাযোগ করার আহবান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

আতশ কাচে

প্রয়াত তন্ময়

ক্রীড়া সাংবাদিক তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। বেশ কিছুদিন ধরেই তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন। কালান্তর, প্রাত্যহিক সংবাদ, একদিন, যুগশঙ্খ পত্রিকায় কাজ করেছেন। আমাদের দপ্তর থেকে কর্মজীবন শুরু। মিষ্টিভাসী তন্ময় ক্রীড়া মহলে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন

ভারতের 'এ' দল মহিলাদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ব্যাংককে ফাইনালে ভারত ৪৬ রানে বাংলাদেশ এ দলকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছিল ১৩৪ রান। তেজল হাসনবিস ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। অধিনায়ক রাধা যাদব ৩৬ রান করেন। ফাহিমা খাতুন ৪ টি উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ১৯ ওভার ১ বলে ৮৮ রানে বাংলাদেশের ইনিংস শেষ যায়। প্রেমা রাওয়াত তিনটি, সোনিয়া মেনধিয়া ও তনুজা কাওয়ার দুটি করে উইকেট নিয়েছেন।

হরমনের রেকর্ড

ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড করেছেন। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মহিলাদের দ্বিতীয় টি -২০ ম্যাচে মাঠে নেমে হরমনপ্রীত এই রেকর্ড করেন। ৩৫৬ তম আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নামেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের সুজি বেটস এর সর্বাধিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভেঙে দেন ভারত অধিনায়ক। মহিলা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিসা পেরি। ৩৪৯ টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ খেলেছেন ৩৩৩ টি ম্যাচ।

জয়ী বেহালা

বেহালা কিশোর ভারতী সিএবির বালিকাদের অনূর্ধ্ব ১৬ আন্ত স্কুল ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে বালিয়া নফর চন্দ্র বিদ্যালয়কে হারিয়ে দিয়েছে। নফর চন্দ্র বিদ্যালয়ের ৪ উইকেটে ১১০ রানের পর কিশোর ভারতী এক উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

গাড়ি উপহার

বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় বালক বলা হয় বৈভব সূর্যবংশীকে। আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের মালিক। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম। গত আইপিএলে সুপার স্ট্রাইকার অফ দ্য সিজন পুরস্কার জেতেন। সেই পারফরম্যান্সের জন্য গাড়ি উপহার পেলেন। ঝাঁ চকচকে টাটা কার্ভ গাড়ি পান। যদিও কোন মডেলের গাড়ি সেটা এখনও জানা যায়নি। দিল্লিতে এই ব্র্যান্ডের টপ মডেলের গাড়ির দাম ২২ লক্ষের বেশি।

দল ঘোষণা

মহিলাদের এএফ সি এশিয়ান কাপের জন্য ২৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রুপ সি-তে ভারতের সঙ্গে আছে ভিয়েতনাম, জাপান, এবং চিনা তাইপে। ভারত ৪ মার্চ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে খেলবে। ৭ ও ১০ মার্চ জাপান ও চিনা তাইপের মোকাবিলা করবে।

ভুল স্বীকার

২০০৩-০৪ সালে কেরিয়ারের অন্যতম সেরা সময় কাটাচ্ছিলেন শচীন। কিন্তু ব্রিসবেনে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে মাত্র ৩ রানে আউট হন মাস্টার ব্লাস্টার। এলবিডবলিউয়ের আবেদনে সোজা আঙুল উপরে তুলে দেন আম্পায়ার স্টিভ বাকনার। শচীন নিজেও অবাক হয়ে যান। ২২ বছর আগে শচীনের এক মহা বিতর্কিত আউট নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ৭৯ বছর বয়সি আম্পায়ার। বলেছেন, 'শচীনের ওই এলবিডবলিউটা ভুল ছিল। আমি সেই ভুলটা মেনে নিয়েছি। জীবন নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছে।'

স্কাউটিং বন্ধ

ময়দানে ধ্বংস হচ্ছে ফুটবল প্রতিভা

সুমনা মণ্ডল: কলকাতার ময়দান এখন আর ফুটবলার তৈরির কারখানা নয়, বরং প্রতিভা দমনের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। যে রাজ্যে নার্সারি লিগ থেকে শুরু করে পাড়ায় পাড়ায় কোচিং ক্যাম্পের জাল বিছানো, সেখানে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মতো ক্লাবের অনূর্ধ্ব-লিগে ৫ ম্যাচে ৭৫ গোল খাওয়া লজ্জার। মানে প্রতি ৬ মিনিটে একটি করে গোল হজম করা। এটা কোনও খেলার ফলাফল হতে পারে না, বলতে পারা যায় একটি সুপরিকল্পিত অপেশাদারিত্বের প্রতিফলন। আর্থিক সংকটের অজুহাতে দল গড়ে মাঝপথে নাম তুলে নেওয়া ফুটবলারদের মানসিকতা এবং খেলার জীবনকে ধ্বংস করার শামিল। যখন ছোট রাজ্যগুলো পরিকাঠামো গড়ে তুলছে, তখন কলকাতার তথাকথিত 'বড়' ক্লাবগুলো তাদের জুনিয়র টিম নিয়ে ছেলেখেলা করছে। মণিপুর বর্তমানে ভারতের ফুটবলের পাওয়ার হাউস। অথচ সেই রাজ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সামাজিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে। তা সত্ত্বেও তারা মাঠের লড়াইতে সেরা। কারণ সেখানে ফুটবলে রাজনীতি নয়, মেধার মূল্যায়ন হয়। অন্যদিকে, বাংলায় নার্সারি ও বয়সভিত্তিক লিগের আধিক্য থাকলেও সেখানে স্বচ্ছতার অভাব এবং আধুনিক প্রশিক্ষণের অভাব প্রকট। লিগগুলো এখন কেবল 'ফরমালিটি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের মতো ক্লাবগুলোর জুনিয়র টিমে এখন ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের ভিড়। তৃণমূল স্তরে বিনিয়োগের অভাব আছে বটে। তবে, বাংলার স্কাউটিং

ব্যবস্থা মৃতপ্রায়। পাড়ায় পাড়ায় প্রতিভা খোঁজার বদলে ভিনরাজ্যের তৈরি ফুটবলার তুলে এনে চটজলদি ট্রফি জেতার সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। সাব-জুনিয়র স্তরে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও সেই ছেলেগুলো কেন বড় ক্লাবে জায়গা পাচ্ছে না? কেন তাদের ধারাবাহিক সুযোগ না দিয়ে বাইরের ফুটবলার আনা হচ্ছে? এটি পরিষ্কারভাবে বাঙালি ফুটবলারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার একটি চক্রান্ত। আমরা নিজেদের পিঠ চাপড়াচ্ছি এই ভেবে যে কেরল বা মণিপুরের পরেই আমরা আছি। কিন্তু বাস্তব হল, আমরা লড়াইয়ে টিকে নেই, আমরা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি। বয়সভিত্তিক এত লিগ থাকার পরেও যদি মানসম্পন্ন ফুটবলার উঠে না আসে, তবে বুঝতে হবে গলদ গোড়াতেই। ভিনরাজ্যের ফুটবলার এনে সাময়িক সাফল্য মিললেও, দীর্ঘমেয়াদে তা বাংলার ফুটবলের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিচ্ছে। সাব-জুনিয়র স্তরে চ্যাম্পিয়ন হওয়া প্রমাণ করে বাংলায় প্রতিভা আছে। ক্লাবগুলোর কর্মকর্তাদের সস্তা জনপ্রিয়তার মোহ ত্যাগ করে যদি এখনই অ্যাকাডেমি এবং স্কাউটিংয়ে নজর না দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে আইএসএল-এ বাঙালি ফুটবলারের সংখ্যা ১৫ থেকে শূন্যতে নামতে সময় লাগবে না। আইএসএলের ১০ ম্যাচে ১৬০ জন ভারতীয় ফুটবলার মাঠে নেমেছে। তাতে বাঙালি ফুটবলারদের সংখ্যা ১৫! এর মধ্যে প্রীতম কোটাল থেকে শুভাশিস বসুরা ফুটবল কেরিয়ারের শেষ লগ্নে, এমন ফুটবলার ৭জন। তবে নতুন মুখ কোথায়? তৃণমূল স্তরের ফুটবল আছে কিন্তু ফুটবলার বাজার কর্তা নেই।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য্য অংশ। রাজনগর ব্লকের আবাদনগর, বাঁন্দি ও নিত্যনগর গ্রামের কচিকাঁচাদের নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে তিনটি শিশু শিক্ষানিকেতন নামে পাঠশালা চলে। সেগুলোর আর্থিক সহায়তায় রয়েছে বিরাটী বিবেক দিশারী এবং পরিচালনার দায়িত্বে আছে টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাজনগর খয়রাশোল শাখা। উক্ত তিনটি পাঠশালার পড়ুয়াদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ২২ ফেব্রুয়ারি আবাদনগর নিত্যনগর গ্রামের মধ্যবর্তী ফুটবল ময়দানে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে মেট্রিক ফ্রেইট সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেড নামক সংস্থা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে খেলার সূচনা করা হয়। শতাধিক পড়ুয়া গুলি-চামচ দৌড়, অঙ্ক দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বল থ্রো ইত্যাদি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রতি ইভেন্টের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারিদের পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়াও সকল পড়ুয়াদের মধ্যে সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়। সেইসাথে পাত পেড়ে চলে খাওয়ানোর আয়োজন যা এককথায় ফাঁকা মাঠে চড়ুইভাতির আমেজে মেতে ওঠে কচিকাঁচাদের দল। তাদের চোখে মুখে আনন্দের ছোঁয়া স্পষ্ট ফুটে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেট্রিক ফ্রেইট সিস্টেম প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধি রঞ্জন ঘোষাল, বিরাটী বিবেক দিশারীর সদস্য চুনীলাল চক্রবর্তী, রত্না প্রকাশ, সঞ্জয় পাল, তাপসী চক্রবর্তী, সুপ্রতীপ ভট্টাচার্য্য ও শিশির চ্যাটার্জি। টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট রাজনগর খয়রাশোল শাখার কর্মকর্তা হিসেবে ছিলেন প্রকাশ সিংহ, চন্দ্রকান্ত দত্ত, পরেশনাথ রায়, জয়দেব শীট, কার্তিক দাস প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উত্তর ২৪ পরগনায় প্রাচীন লিগ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : নৈহাটি স্টেডিয়ামে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ফুটবলে প্রাচীন লিগ অনূর্ধ্ব ১৫ সুশীল মেমোরিয়াল লিগ। ফুটবল মহলের বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই সুশীল মেমোরিয়ালই হচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে প্রথম যুব লিগ। শুরু হয়েছিল এই উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়, ১৯৫৮-৫৯ সালে। চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পানিহাটি স্পোর্টিং আর রানার্স হয়েছিল কাঁচরাপাড়া স্পোর্টিং ইউনিয়ন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে এবার প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল শ্যামনগর তরুণ সংঘ ও গরিফা স্পোর্টিং। উদ্বোধনী ম্যাচে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত মুখার্জি, স্বপন সেনগুপ্ত ও ব্রিটিশ হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং। ছিলেন এই জেলার ডিএসএ সচিব নবাব ভট্টাচার্য, কার্যকরী সভাপতি সনৎ দে, পার্থ ভৌমিক।

অশোকনগরে টাউন অলিম্পিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশোকনগরে পঞ্চম বর্ষের টাউন অলিম্পিকের সূচনা হল ১০ কিলোমিটার ম্যারাথনের মাধ্যমে। অশোকনগর টাউন অলিম্পিক কমিটির উদ্যোগে এপিএ ক্লাব ময়দান থেকে দৌড় শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষ হয়। প্রায় ৪০০ প্রতিযোগী অংশ নেন, যার মধ্যে শিশু থেকে সত্তরোর্ধ্ব প্রবীণদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম ৫ জনকে আর্থিক

পুরস্কার ও প্রবীণ এবং ১০ বছরের নিচে প্রতিযোগীদের বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। আগামী পয়লা মার্চ পর্যন্ত অ্যাথলেটিক্স-সহ মোট আটটি ইভেন্টে প্রায় ৫০০০ প্রতিযোগী অংশ নেবেন।

১৪ জুন মহিলা ক্রিকেটে মুখোমুখি ভারত-পাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান, তিন দেশের একসঙ্গে খেলা নিয়ে কম জলঘোলা হয় না। টি-২০ বিশ্বকাপেই চূড়ান্ত বিতর্ক হয়েছে তা নিয়ে। তবু মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপে যে ড্র হয়েছে, তাতে একই গ্রুপে রয়েছে তিন দেশ। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই বিশ্বকাপ। সেখানে ভারতকে গ্রুপে খেলতে হবে পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা, নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। গ্রুপ-বি"তে জায়গা পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ড। অর্থাৎ, ১২টি দলকে ভাগ করা হয়েছে ২ টি গ্রুপে। যেখানে রয়েছে ৬টি করে দল। টুর্নামেন্ট শুরুর তৃতীয় দিনই দেখা যাবে হাইভোল্টেজ ভারত-পাকিস্তান লড়াই। ১৪ জুন এজবাস্টনে হবে এই মহারণ। ভারত বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে ২৫ জুন ম্যাঞ্চেস্টারে। তার আগে ১৭ জুন ডাচদের বিরুদ্ধে খেলবেন স্মৃতিরা, ২১ জুন ভারতের প্রতিপক্ষ প্রোটিয়ারা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২৮ জুন ভারত মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়ার।

এদিকে, গ্রুপ পর্বেই দেখা যাবে হাইভোল্টেজ 'হোম নেশনস' লড়াই। ২০ জুন হেডিংলিতে সেমিফাইনালের ভেন্যু লন্ডনের ওভাল। ৫ জুলাই লর্ডসে হবে

প্রথম গ্রুপ: ভারত, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ
দ্বিতীয় গ্রুপ: ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড
একনজরে গ্রুপ পর্বে ভারতের সূচি

১৪ জুন – ভারত বনাম পাকিস্তান
১৭ জুন – ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস
২১ জুন – ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
২৫ জুন – ভারত বনাম বাংলাদেশ
২৮ জুন – ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যান্ডের মাটিতে মহিলা বা পুরুষ বিশ্বকাপে এই দুই দলের এটাই প্রথম মুখোমুখি লড়াই। গ্রুপ পর্ব শেষেই শুরু নকআউট পর্ব। ৩০ জুন ও ২ জুলাই হবে দুটি সেমিফাইনাল। ফাইনাল। এর আগে ২০২৪ সালে শেষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আয়োজিত মহিলা টি-২০বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।

মেরা যুব ভারতের জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া

উত্তম কর্মকার : মেরা যুব ভারতের সহযোগিতায় মগরাহাট ১ নম্বর ব্লকের ঘটকপুর শ্রীমা মহিলা ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। প্রথমদিনে পুরুষ বিভাগের ৪০০ মিটার দৌড়, হাই জাম্প, লং জাম্প, দলগত মহিলা বিভাগের কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার শেষে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেরা যুব ভারতের স্টেট ডাইরেক্টর সনৎ কুমার পাইক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট কপিল কুমার, ন্যাশনাল কাবাডি কোচ অরুন মণ্ডল ও তপব্রত নস্কর, বেঙ্গল পুলিশের কাবাডি কোচ উৎপল পাইক, রোটারি ক্লাবের(কলকাতা) শ্রাবণী মিত্র ও জয়শ্রী চ্যাটার্জী, সুরঞ্জন চক্রবর্তী, শক্তি সাধন ঘোষ, ঘটকপুর শ্রীমা মহিলা ও শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সম্পাদিকা সঙ্ঘ মিত্রা ঘোষ এবং ঘটকপুর অভিযাত্রী সংঘের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উপস্থিত অতিথিরা বলেন, বর্তমান সময়ের শিশু ও

যুবকরা পড়াশোনার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলা করা প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন খেলাধুলা বিলুপ্তির পথে। তাদের মাঠ মুখী করতে মেরা যুবভারত জেলা পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। দ্বিতীয় দিনে ফুটবল টিম ও মহিলা বিভাগের ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলাদের সচেতনতা ও আত্মরক্ষা বৃদ্ধির জন্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতা রাখা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার মেরা যুব ভারতকে ধন্যবাদ জানান জেলা পর্যায়ের অনুষ্ঠান সফলভাবে আয়োজনের জন্য এছাড়াও অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলোর হাতে স্পোর্টস ম্যাটেরিয়াল বিতরণ করা হয়।

কঠোর অনুশীলন পাথেয় করে 'সুগারু' জয়ের লক্ষ্যে সায়নী

দেবাশিষ রায় : জীবনধারার পরতে পরতে সংযম, কঠোর অনুশীলনকে পাথেয় করে এবারও 'সুগারু' জয়ের লক্ষ্যে অবিচল সায়নী দাস। আগামী ৩-৭ জুলাইয়ের মধ্যে 'দ্য স্ট্রেইট অব সুগারু' অভিযানে নামার অনুমতি পেয়েছেন তিনি। জাপানে উত্তাল সাগরের বুকে অবস্থিত এই প্রশস্থ জলরাশি সাঁতরে অতিক্রম করতে পারলেই তাঁর 'সপ্তসিন্ধু' জয়লাভের স্বপ্ন সফল হবে। তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রামের মূলে রয়েছে প্রবল আত্মবিশ্বাস, ত্যাগ, নিষ্ঠা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা আর নিরন্তর অনুশীলন। সবমিলিয়েই সায়নীকে বিশ্ব সাঁতারু জগতে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী আলোচিত এই 'জলকন্যা'র সকালটা যোগব্যায়াম সহ শরীরচর্চার মাধ্যমেই শুরু হয়। তবে, দেশ-বিদেশে উত্তাল জলরাশির সঙ্গে সায়নীর যতই সখ্যতা থাকুক না কেন তাঁর সারাদিনের খাদ্যতালিকায় অজস্র নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কঠোর নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ তিনি। 'যা পাই তাই খাই' শব্দবন্ধটির সঙ্গে তাঁর বহুদিনের আড়ি। 'ভেতো' বাঙালীর পাতে ভাতের রেওয়াজ থাকাটা স্বাভাবিক হলেও সায়নীর জন্য অবশ্য সারাদিনে বরাদ্দ মাত্র দু'মুঠো। তবে, তাঁর রোজকার পাতে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারদাবার সহ পর্যাপ্ত সবজি ও ফলফলাদি থাকবেই। সেইসঙ্গে মাল্টি গ্রেইন রুটিও থাকে। তাছাড়া দিনভর পর্যাপ্ত পানীয় জল অবশ্যম্ভাবী। এককথায়, ওপেন ওয়াটার স্যুইমিংয়ে দীর্ঘক্ষণের লড়াইয়ে টিকে থাকার জন্য সবার আগে প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতা।

সেইসঙ্গে দেহের পর্যাপ্ত ওজন থাকতেই হবে। এসব কিছু পেতে হলে একজন সাঁতারুর প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অনেক কিছু কাটছাঁট করতেই হবে। বর্তমানে তিরিশের গণ্ডি না পেরনো সায়নীকেও তাঁর কৈশোর অবস্থা থেকেই এই 'কঠোর' খাদ্যাভ্যাস সহ সংযমী জীবনধারা মেনে চলতে হচ্ছে। এই মুহূর্তে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য, আগামী জুলাই মাসে 'দ্য স্ট্রেইট অব সুগারু' অভিযান সম্পন্ন করা। ইতিমধ্যেই তিনি ২০-২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত পুরীর সমুদ্রে কঠোর অনুশীলন সম্পন্ন করেছেন। ওপেন ওয়াটার স্যুইমিংয়ে 'সপ্তসিন্ধু' জয়লাভ যেকোনও লড়াকু সাঁতারুর কাছে একরকম স্বপ্নপূরণ। ইতিমধ্যেই 'সপ্তসিন্ধু'র ৬টি চ্যানেল অভিযান সম্পন্ন করে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিস্ময়কর সাঁতারু রূপে সায়নী দাস নিজেকে তুলে ধরেছেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এছাড়াও রাজ্য সরকারের পাশাপাশি একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ব বিদ্যালয় সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার তরফেও তাঁকে নানাভাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে। সায়নীর পিতা রাধেশ্যাম দাস বলেন, এবারে 'সুগারু' অভিযান। এজন্য সায়নী হুগলির রিষড়া স্যুইমিং ক্লাব এবং বাড়ির কাছে ভাগীরথী নদীতে নিয়মিত অনুশীলন করছে। এবারেও কঠোর অনুশীলনে তার পাশে রয়েছেন দু'জন জাতীয় কোচ তপন পানিগ্রাহী এবং তমাল দাস। তিনি আরও বলেন, প্রতিমুহূর্তে শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সায়নীর রোজকার খাদ্যতালিকায় অনেককিছু বিধিনিষেধ রয়েছে। সেইসঙ্গে নিয়মিত যোগা, প্রাণায়াম, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত প্র্যাকটিসতো আছেই। এশিয়ার প্রথম মহিলা সাঁতারু রূপে 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সায়নী। অন্যান্যবারের মতো এবারেও প্রবল আত্মবিশ্বাসী তিনি। 'সুগারু' অভিযান শেষে সায়নী ভারতের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা জাপানের মাটিতে মেলে ধরতে সক্ষম হবেন এটাই দেখতে চায় তামাম দেশবাসী। ছবি: কালনায় ভাগীরথী নদীতে অনুশীলনে ব্যস্ত সায়নী দাস।

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com